জানকে খ্যাপা

ও

তার মনের সঙ্গে কথা।

শ্রীরামময়ান রায় মিশ্র প্রণীত।

"একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোপ্যেকো ভুবন বিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহ রচিতং দারুভূতো মুরারী"

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—অরুণোদয় যন্ত্রে
শ্রীভগবানচন্দ্র রায় দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯

মূল্য ।৵ আট আনা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু, নবীন বাবু, চন্দ্রশেখর বাবু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণও লেখক ; আবার "জানুকে খ্যাপার" খ্যাপামি লইয়া আমিও এক জন লেখক হইয়া বসিলাম। হাঁসিও পায়, লজ্জাও হয় কিন্তু করি কি? মনের গতি কে রোধ করবে? ভরসা করি প্রিয় পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

সন ১২৮৯ সাল
১৪ই চৈত্র
মোঃ শক্তিপুর।

শ্রীরামরাম রায় মিশ্র।
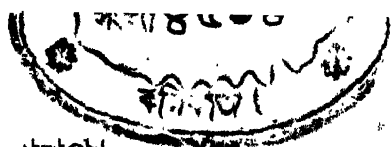
জানকে খ্যাপা

ও

তার্ মনের সঙ্গে কথা।

হা করুণাময় জগদীশ্বর! এ কি হ'লো! আমি খেপলাম্, একেবারে বেথাক্ খেপলাম্! কে আমাকে খ্যাপালে? আমি ছিলাম জানকীনাথ শর্ম্মা, হলাম কিনা জান্‌কে খ্যাপা! সকলে পরস্পর বলাবলি করে, "লোক্‌টা পাগল্ হয়ে গেল হে।" আরে মোলো, আমি পাগল কিসে? যে আমাকে খ্যাপা বলে, তার সাত পুরুষ্ খেপুক্ গে। আর আমি খ্যাপাই বা কিসে? আমি আপনার মনের সঙ্গে কথা কই বোলেই কি আমি খেপেচি? লোকের মনের মত মানুষ আছে, তারা মনের মানুষের সঙ্গে মনের কথা কয়। আমার যে মনের মানুষ নাই; আমি তবে কার্ সঙ্গে মনের কথা কবো? আমি কার্ সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণ জুড়াব? আমি কার্ কাছে দুঃখের,—আমার এই মর্ম্মবিদারক দুঃখের,—কথা বলে বুকের ভিতরের দুরন্ত জ্বালা শীতল কর্ব্বো? কে আমার এ দুঃখ শুন্‌বে? কে আমার এ যাতনা বুঝবে? এমন ভাবগ্রাহী কে আছে, যে আমার এ দগ্ধ মনের, এই পাগ্‌লা মনের, ভাব বুঝবে? আমি যে জ্বালায় অস্থির হলাম্। আমার মনের কথা মন্‌কে বোল্‌বো, আবার তাতে, নানা রকম কথা! আমি আমার

মনের সঙ্গে কথা কবো, তাতে লোকের এত ব্যথা ক্যান? কেবল খ্যাপা! খ্যাপা! খ্যাপা! আরে মর্; আমি সাত জন্ম খেপ্‌বো, তাতে তোদের ক্ষতি কি বাপু? লোকের পিতা আছে, মাতা আছে, ভ্রাতা আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, মনের কথা তারা তাদের সঙ্গে কয়। আমার যে কেউ নাই; আমি যে এই অসীম ভব-সমুদ্রে একটি, ছেরেপ্ একটি জলবুদ্বুদ ভেঁসে বেড়াচ্ছি। আমার যে কেউ নাই। আমার কথা যে কেউ কাণ্‌পেতে শোনে না। কেউ যে আমার কথা বোঝে না। আমিও যে আমার কথা অপরকে বুঝুতে পারিনে। কি করেই বা আমি বুঝাব? ভাষায় যে, সে মর্ম্মান্তিক্ কথা বুঝুতেও পারা যায় না। কি যন্ত্রণা! আমি আমার অন্তরের দুঃসহ বেদনা অন্যকে না বোল্‌তে পেরে আরও যে গুম্‌রে গুম্‌রে মল্যাম। কথার গরমে ভেপে মলাম্। আমার বুকের ভিতরে বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি বিরাজ করুচে। না আছে তাতে জলাশয়, না আছে বৃক্ষ লতা, না আছে তৃণ গুল্ম, কেবল ধু ধু।

কি মুস্কিলেই পড়েচি। অন্যের নিকটেতো মনের দুঃখ জানাবার উপায়ই নাই; উপরন্তু মন্‌টাকে দুটো কথা বলে বুঝুবো তারও যো নাই। মন্‌কে একটা কথা বল্‌তে যাই, বল্‌তে গিয়ে গোড়ার কথা ভুলে আর সহস্র কথা জোয়া-রের জলের মত এসে মনে জোগায়। আরে মন্, একটা

কথারি ভাটা পড়ুক। আমি যে, মনের জ্বালাতেই জ্বলে মলাম। ঐ দ্যাখো, কি বল্‌বো মনে করেছিলাম, ভুলে যাচ্ছি। তা ভুলে না হয় একটা যাবো, আর কতটা মনে এসে পড়্‌বে। আমারতো মন্ দুঃখের অক্ষয় ভাণ্ডার, একটা ভুল্‌বো, লক্ষটা জোগাবে। হ্যাঃ, মনে পড়েচে, বল্‌ছিলাম আমার যে, কেউ নাই। কেবল ছিল একটা মন; তা, সেটাও এখন আমার আর বশে নাই। সে যদি আমার বশেই থাক্‌ত, তবে আমার এত দুর্দ্দশাই বা হবে ক্যান? তা তাকেই বা, দোষ দেবো কি বলে? সে বশেই বা আমার থাক্‌বে ক্যান? বেচারা; আমার মন্ বেচারা; চিরকাল্‌টা পুড়ে পুড়ে ছার খার হয়েচে। সে আমা কর্ত্তৃক বড় যাতনা পেয়েচে। আমি তাকে নানা রকমে পুড়িয়ে ধুড়িয়ে একবারে চটিয়ে দিয়েচি। কাজেই সে এখন চটে ফুটে গিয়ে আমার বেবশ্ হয়ে দাঁড়িয়েচে। এখন আর আমার কথা শোনে না, মন্ আমার আর বশে থাকে না। হায় হায়! আমি ক্যান এমন হলাম? আমার এক্‌টা মন্ মাত্র পুঁজি ছিল, সেটাও যদি আমার কপাল গুণে বেবশ্ হয়; তবে আমি আর কাকে লয়ে থাক্‌বো? আমিতো এমন ছিলাম না, ক্যানো এমন হলাম? কে আমাকে এমন কল্লে? প্রাণ যে যায়। ভালবাসা কি ভয়ানক যন্ত্রণা। রমণীপ্রণয়ে কি ভয়ানক উগ্রতা! আমি কি ছিলাম, কি হয়েচি। পরিণামেই বা আমার কপালে কি আছে। প্রথমে তো পরিণাম ভাবি নাই।

প্রথমে যদি পরিণাম ভাব্‌তেম, তা হলে কি আমার অদৃষ্টে এত দূর বিড়ম্বনা ঘট্‌তো? এখন ভাব্‌লে কি হবে? এখন তো বিষে সর্ব্ব শরীর জীর্ণ করে ফেলেচে। এখন শরীরস্থ যন্ত্রে যন্ত্রে, শিরায় শিরায় বিষ ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েচে। এখন ঔষধে কি হবে? এখন আর উপায় নাই। জ্বালায় জ্বলে মরি, বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি। কে আমায় এত জ্বালা দিল? এ চির দগ্ধ হতভাগ্যকে কে এত জ্বালা দিল? প্রাণাধিকে! পাগোলের জীবন! তোমাকে ভাল বেসে আমার লাভ কি এই হলো? হায়! আমি অতি যতনে যে ভালবাসা বৃক্ষ প্রণয়বারি-সিঞ্চনে বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম; আমার অদৃষ্ট-গুণে সেই তরু বিষময় ফল প্রসব করিল! আমি কোন্ অপ-রাধে এই দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করুচি, জানি না। আমার অপরাধ কি? অপরাধের মধ্যে একটি ভুবনমোহিনী রমণীকে ভাল বেসেছিলাম, অত্যন্ত ভাল বেসেছিলাম, অন্তরে বাহিরে সমান ভাল বেসেছিলাম, মন্ খুলে ভাল বেসেছিলাম, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ভাল বেসে-ছিলাম। আমি মূর্খ, জ্ঞানবর্জ্জিত, তখন বুঝিতে পারি নাই যে সেই দেববাঞ্ছিত রমণী আমার ভাল বাসার উপযুক্ত পাত্রী নয়। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, সেই যোগীন্দ্র-হৃদয়-বাসিনীকে হৃদয়ে স্থান দেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই। আমি তখন জানিতে পারি নাই যে, সেই মোহিনী স্বর্গে বাস করে, আকাশের মেঘে তার্ বাস। যে স্বর্গে বাস করে, যে

স্বর্গীয় সুখে সুখী, সে ক্যান মর্ত্ত্য-নরক-কীটের অঙ্গে বাস করিবে? আমি নিজের বুদ্ধির দোষেই যাতনা পাচ্ছি। নতুবা তার আর দোষ কি? প্রজ্বলিত দীপ শিখা কি পতঙ্গকে পুড়িবার জন্য আহ্বান করে? তা করেনা। পতঙ্গ নিজের বুদ্ধিতেই পুড়ে মরে। আমিও সেই পতঙ্গের মত পুড়চি, কিন্তু মরচিনা। হা জগদীশ্বর করুণাময়! আর কত দিন পুড়বো? মরি না ক্যান?

এ রকম ক্যান হল্যাম্? মন যেন কেমন্ কেমন্ এক ধারা হয়ে গিয়েচে। সর্ব্বদা যেন উদাস উদাস। কিছুতেই মন্ লাগে না। যে দিকে চেয়ে দেখি, সব যেন শূন্যময়। সব্ দিকে সব্ই আছে, তারি মধ্যে কি যেন একটা কি, দেখ্তে পাইনে। যা দেখ্তে চাই, তাই দেখ্তে পাইনে। মন্টা সদাই খাঁ খাঁ করে। আত্মীয় বন্ধু, দেশবিদেশ, আমোদ প্রমোদ, খাওয়া শোওয়া, গীত বাদ্য, খেলা ধুলো ছাই, ভস্ম, কিছুই ভাল লাগে না। কেবল ভাল লাগে চিন্তা। কিন্তু সে যে, কি চিন্তা চিন্তি, তা নিজেও বুঝিতে পারি না। কেবল ভাবি। কি ভাবি, ক্যান ভাবি, ভেবে যে কি লাভ হবে, তা একবার ভ্রমেও ভাবি না; তবু ভাবি। এক এক দিন, দিবা রাত্র কেবল ভেবেই কাটাই।

কাল্কের রাত্রিতে আমি অন্যান্য দিন্ অপেক্ষা কিছু ভাল ছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব এক পশ্লা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় সৃষ্টিও শীতল হয়েছিল, আমার মগজও অপেক্ষা-

কুক ঠাণ্ডা ছিল। মনে ভাবলেম, অনেক দিন্ পড়া শুনো তো ছেড়ে দিয়েচি, আজ একবার ভাল পুস্তক কিছু পড়্‌বো। এই ভেবে আমার শয়নগৃহে গমন কর্‌লাম্। আমার শয্যার নিকটেই একটি প্রদীপ্ জ্বলিতেছিল ; আমি একখানি দুইখানি করিয়া ক্রমান্বয়ে ১০।১২ খানি পুস্তক একটু একটু করে দেখ্‌লাম্, কিন্তু একখানিও ভাল লাগিল না। এক সময়ে যে সকল পুস্তক পড়িতে বসিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, আজ সেই সকল পুস্তকই ভাল লাগিল না। ক্যানই যে ভাল লাগ্‌চে না, তাই দীপ শিখার পানে তাকিয়ে ভাব্‌চি এমন সময় দেখি, একটা পতঙ্গ প্রজ্বলিত দীপ শিখার কাছে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে, বেড়াতে লাগ্‌লো। এক একবার পতঙ্গটি দীপ শিখার মধ্যে ছোঁ মারে, আর দূরে পালায়, আবার ছোঁমারে আবার পালায়। এইরূপ দুই চারিবার করিয়া পঞ্চমবারে পতঙ্গটি দগ্ধ-পক্ষ হয়ে পুড়ে মলো। পতঙ্গ তো মর্‌লো, ভবযন্ত্রণায় নিষ্কৃতি পেলো, কিন্তু তার শোকে আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। লোকের পুত্র শোকের চেয়েও আমার পতঙ্গটি মরার শোক বেশি হয়ে উঠ্‌লো। নির্দ্দোষ, গরিব পতঙ্গ বেচারা আমার সম্মুখে হক্ না হক্ পুড়ে মরায় আমি তার শোকে মনস্তাপে, রাগে বেজায় খেপে উঠ্‌লাম্। মেজাজ ভারি বিগ্‌ড়ে গেল। আমি তখন গলায় কাপড় দিয়ে দীপ শিখাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রজ্বলিতে দীপশিখে! বল দেখি,

এ গরিব নিরপরাধ পতঙ্গকে কেন তুমি পুড়িয়ে মার্‌লে? ওর তো কোন দোষ ছিল না, সে বেচারা কেবল তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে তোমাকে ভাল বাস্‌তে এসেছিল, তোমার সহিত খেলা করতে এসেছিল, তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে এসেছিল। ছি ছি তুমি তাকে কি না পুড়িয়ে মার্‌লে! তুমি কি ভয়ানক নির্দ্দয়া! একেবারে নিছক মেরে ফেল্লে! তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে সে বেচারা তোমাকে ভাল বাস্‌তে এলো; আমার কথা শুনে হেঁসো না, এ সংসারে সৌন্দর্য্যপ্রিয় কে নয়? ঐ দ্যাখ, হেম বাবুর পুত্রটি আর উমেশ গোস্বামীর পুত্রটি ঐ এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু গোস্বামী মশায়ের ছেলেটিকে দেখ, কেউ একটি-বার কোলে নিল না। যে আসে, সেই হেম্ বাবুর হেমবরণ পুত্রটিকে কোলে লয় ও মুখ চুম্বন করে। ক্যান? হেম বাবুর ছেলেও ছেলে, উমেশ গোস্বামীর ছেলেও ছেলে।

সে দিন গঙ্গা পূজার সময় দেখ্‌লাম, দেবেন্দ্র বাবুর পরমা সুন্দরী মধ্যমা কন্যাটি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। পথের দুই পার্শ্বের সহস্র লোকে সহস্র সহস্র চক্ষু খুলে মেয়েটিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আর সেই সঙ্গেই যদুর স্ত্রী, মধুর কন্যা, হরির ভগ্নী প্রভৃতি সকলেই গেলেন্; কিন্তু তাদের পানে কেউ তো ফিরেও তাকালো না। ক্যান? দেবেন্দ্র বাবুর কন্যাও মানুষ, অন্যেও মানুষ।

আবার ঐ দ্যাখ, সরোবরে নানাজাতি জলজ ফুল ফুটে

রয়েচে; কিন্তু সব্ ফুল ছেড়ে দিয়ে ঐ পদ্ম ফুলটি নেবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ক্যান? ঐ দেখ বট গাছের ডালে ডালে শকুনি, গৃধিনী, পেঁচা, হাঁড়ীচাঁচা, কাক, কোকিল, কাঠ্ ঠোক্‌রা বক্, শালিক্, বুল্‌বুলি প্রভৃতি অনেক জাতি পক্ষিগুলি বোসে আছে, কিন্তু সব্ ছেড়ে ঐ ময়ুরটি ধর্‌বার জন্যে চেষ্টা ক্যান? তাতেই বলি, এ সংসারে সৌন্দর্য্যপ্রিয় কে নয়? এ সংসার সৌন্দর্য্যের ভিখারী। হে নির্দ্দয়া দীপশিখে! তোমার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে পতঙ্গটি তোমার সহিত ভালবাসা স্থাপন কর্‌ত গেল; কিন্তু তুমি কিনা তাকে পুড়িয়ে মেলে? দীপ শিখার সহিত বক্তৃতা করায় বিশেষতঃ শোকে, দুঃখে, রাগে মেজাজ ভারি গরম্ হয়ে উঠ্‌লো। মগজ আমার বে-আন্দাজ বিগ্‌ড়ে গেল। বায়ু একবারে উনপঞ্চাশ ডিগ্রিতে গিয়ে উঠ্‌লো। কাজে কজেই তখন জড় পদার্থের সঙ্গে কথা কবার ও নির্জ্জীব জড়ের কথা শুন্‌বার বিলক্ষণ ক্ষমতা জন্মালো। আমি তখন নির্ব্বিবাদে দীপ শিখার কথা শুন্‌তে পেতে লাগ্‌লেম।

দীপশিখা। আমি তো পতঙ্গকে পুড়িবার জন্য বা মরিবার জন্য ডাকি না; পতঙ্গ আসে কেন?

আমি। পতঙ্গ তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে তোমায় ভাল বাস্‌তে আসে, তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌তে আসে তোমার নিকটে ভালবাসার কথা বল্‌তে আসে। যে ভাল বাস্‌তে যায়, তাকে কি পোড়ান উচিত?

দীপশিখা। ও হরি! তাও জান না। আজ পর্য্যন্ত তাও জান না যে, ভালবাস্‌তে গেলেই পুড়্‌তে হয়। আবার বাড়াবাড়ি হলে মর্‌তেও হয়।

আমি। ভালবাস্‌তে গেলেই যদি পুড়্‌তে হয়, আবার মর্‌তে হয়, তবে কি কেউ কাউকে আর ভাল বাসবে না? তবে এ সংসারে আর সুখ কি?

দীপশিখা। শোন্ পাগোল, তুই বকিয়ে বকিয়ে আজ্ আমাকেও খ্যাপাবার চেষ্টা করচিস্। বেশি কথা বলা আমার ভাল লাগে না। সার কথা তুই এই জানিস্ যে, আমি দীপশিখা আর স্ত্রী জাতি এই দুইটি একই রকমের জিনিষ; বিধাতা আমাদিগকে একই রকম উপাদানে নির্ম্মাণ করেচেন। আমাদিগকে ভালবাস্‌তে গেলেই পুড়্‌তে হবে। আমরা সৃষ্টি পোড়াবার জন্যেই এসেচি।

আমি আরও খানিকটা দীপশিখার সঙ্গে কথা কইতাম্, কিন্তু কোথা থেকে একটা গুবরে পোকা ভোঁ ভোঁ করে এসে ধপ্ করে পড়ে দীপশিখার জীবন নাশ কর্‌লো। দীপতো নির্ব্বাণ হলো, কিন্তু আমার ভাবনা নির্ব্বাণ হলো না। দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ আর একটা ভয়ানক চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হলো।

ভাবিলাম, দীপশিখাতো পতঙ্গকে পুড়িয়ে মেলে, কিন্তু গুবরেকে পোড়াতে পাল্লে না কেন? গুবরে পুড়লো না কেন?

গুবরে মলো না কেন? এই দুরন্ত ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। আকাশ পাতাল ভেবে মরেও কিছুই স্থির কর্‌তে পাল্লেম না। গুবরে পুড়লো না কেন? গুবরে মলো না কেন? এই চিন্তা আমার মনের মধ্যে যেন বেগবান্ রেলের গাড়ীর চাকার মত ঘুর্‌তে লাগলো। বড় মস্কিল দায়ই হলো। দীপশিখাও নাই যে, তাকে জিজ্ঞাসা করি। সে রাত্রির মত কোন সিদ্ধান্তই স্থির হলো না; ঘুমও হলো না। পর দিবস রাত্রিতে মনে মনে ভাবলেম্, নিজেতো কাল্‌কের সে কাণ্ডটা বুঝ্‌তে পারি নাই, পার্‌বোও না—ভাল, দীপশিখাকেই একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। এই ভেবে দীপশিখাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, হ্যাগা দীপশিখা সুন্দরী! তুমিতো পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারো,কিন্তু কাল্‌কে গুবরে ভায়াকে পোড়াতে পার্‌লে না কেন? পোড়াবার জন্যেই যদি তোম্‌রা সংসারে এসে থাকো, তবে গুবরে পুড়্‌লো না কেন?

দীপশিখা। ছাঃ পাগল, এ কথাটাও বুঝ্‌তে পার নাই? যার যেমন রূপ, যার যেমন রূপের জ্বালা, সে সেই অনুরূপ পাত্রকেই পোড়ায়। আমি ক্ষুদ্র দীপশিখা, ক্ষুদ্র রূপবতী, আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গকে পোড়াই; আবার ঐ দ্যাখ মশাল শিখা সুন্দরী,আমা হতে উনি অধিক রূপসী, আমার চেয়ে উহঁার রূপের জ্বালা অধিক, উহঁার নিকটে গুবরে পুড়্‌চেন এবং গুবরের মত যারা যারা আছে, তাদের সকলকেই ঐখানে পুড়্‌তে হবে।

আমি। শোন দীপশিখা সুন্দরী! আমিও একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ। আমার কোন্ পুণ্যবলে বলিতে পারি না, তুমিও আমাকে পোড়াতে পার নাই, মশাল শিখা সুন্দরীও পারেন নাই। আমি সেই সাহসে ভয়ানক বিশ্বব্যাপী দাবানল সুন্দরীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়ে প্রখর জ্বালাময়ী বিদ্যুদনল সুন্দরীকে ভাল বাসতে গিয়েছিলাম। আমি যেমন ক্ষুদ্র পতঙ্গ, তাতে স্পর্শমাত্র ভস্ম হয়ে উড়ে যাওয়াই আমার উচিত। সে বিশ্বদগ্ধকারী প্রখর উত্তাপে পুড়ে ছাই হওয়ারই আমার কথা। কিন্তু সুন্দরী! পুড়ে ছাই হয়েচি, পুড়ে খাক্ হয়েচি, কিন্তু প্রাণ বেরুচ্ছে না কেন?

দীপশিখা। তুমি অমন ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়ে যখন বিশ্বব্যাপী দাবানল সুন্দরীর মধ্যে প্রবেশ করেচো, এবং পুড়ে ছাই হয়েও আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছ; তখন দেখ্‌চি তোমার অদৃষ্টে বিলক্ষণ কর্ম্মভোগ আছে। মর্‌বে, নিশ্চয়ই মর্‌বে, কিন্তু একবারেই মর্‌বে না একটু একটু করে মর্‌বে। একবারে মলেতো বেঁচে যেতে। এখনতো তোমার মরণ নয়, বাঁচন। কালপ্রাপ্ত হলেই মর্‌বে। এখনও মরণের কাল উপস্থিত হয় নাই বলেই বেঁচে আছ। “জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধেতা নিয়ে”।

ঐ কথা বলেই দীপশিখা সুন্দরী একবার ভয়ানক হেঁসে উঠ্‌লো—পরক্ষণেই নির্ব্বাণ।

দীপশিখার কথা শুনে মনে মনে ভাবলেম, দূরকর! আর কাউকে ভালবাসব না। ভালবাসলেই যদি পুড়তে হয়, পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে মর্‌তে হয়, তবে ভাল কাউকে না বাসলেই হলো! কিন্তু তা যেন হলো, ভাল আর না হয় কাউকে বাসলেম্ না, কিন্তু যাকে একবার ভাল বেসেচি, তাকে ভাল না বেসে থাক্‌বো কি করে? তাকে ভুল্‌বো কি করে? হায় হায়! আমি কেন তাকে ভাল্ বেসেছিলাম? সেত আমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্রী নয়। আমিও তো তার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র নই। উত্তমে অধমেতো কখন মিলন হয় না, সে যে উত্তমা, আমি যে অধম। সে যে রূপরাশি, আমি যে কুরূপ। সে যে বিদ্যাবতী, আমি যে গণ্ডমূর্খ। সে যে অট্টালিকাবাসিনী, আমি যে পথের ভিখারী, গাছ তলায় আমার বাস। এতদূর বৈষম্য সত্ত্বেও যে, এ ভালবাসা কিরূপে ঘটিল বিধাতা তুমিই জান। জগদীশ্বর! দীননাথ! অনাথবন্ধু! বল দেখি, প্রভু, এভালবাসা কিরূপে ঘটিল? এ ভালবাসা ঘটাবার ঘটক কে? সর্ব্বগামী বল, প্রভু শীঘ্র বল; হে সর্ব্বসাক্ষী বিভু! তোমা ভিন্ন এর সাক্ষী আর কে আছে? বল নাথ! শীঘ্র বল। বলিলে না, বলিবে না, বলিবে না, বলিবে না। আমার কথায় কর্ণপাত করিবে না? অহোঃ আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েচে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমার পাগলামির উপরে পাগলামি প্রকাশ করা হয়েচে। তুমি যে পাপী লোকের কথায় কর্ণপাত

কর না, সেটা আমি ভুলে গিয়েচি। তা প্রভু! তুমি আমার কথা শোন বা না শোন, বোয়ে গেল; কিন্তু বাপু একটা কথা সুধাই, তোমার বাবা এত মাথা ব্যথা কেন? তুমি কি জন্যে এই জীবগণকে আনা, গোনা তানা পারাচ্ছো? তাতে তোমার যে কি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে তা তুমিই জানো; তোমার কর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা মনুষ্যের বুদ্ধির অগোচর। কি জন্যেই যে জীবগণ সংসার-ক্ষেত্রে আস্‌চে,আবার যাচ্ছে ও তাতে করে তোমার লাভই বা কি হচ্ছে, জানি না। আবার যারা আস্‌চে, তাদের মধ্যেই বা, সকলের প্রতি তোমার সমান দৃষ্টি হয় না কেন?

ঐ যে গজরাজ সিং; যিনি আজ্ কাল্ "রায় বাহাদুর" তিনিই এক দিন ভঁইস চড়িয়ে, ভুট্টোর ছাতু খেয়ে, খাপ্‌রোলের ঘরে দড়ি ছাওয়া বাঁশের খাটে শুয়ে, কাল কাটিয়েচেন। আবার তিনি ভঁইস চরানোর পরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র লোক্‌কে চরিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভুট্টোর ছাতুর পরিবর্ত্তে হীরের মাছ সোণার তেলে ভেজে খাচ্ছেন, খাপরোলের ঘরের পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য অট্টালিকায় বাস করচেন, এখন দড়ি ছাওয়া বংশ খট্টার পরিবর্ত্তে রজতনির্ম্মিত পালঙ্কে দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় শয়ন করুচেন।

আবার এ দিকে দেখ, ঐ একজন অশ্বিনীকুমার বাবু যিনি রাজার বেটা, যিনি জন্ম গ্রহণ করলে সাত দিন নহবৎ বেজেছিল, যাঁর জন্ম দিন স্মরণার্থে বহু ব্যয়সাধ্য একটি

দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, একটি সরোবর খনন, একটি বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্য সমাধা হয়েছিল, যাঁর অন্নাশনে অসংখ্য দীন. দরিদ্র, অনাথ সপ্তাহ পর্য্যন্ত চব্য চোষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভোজ্য উদর পূরণ করিয়া খেতে পেয়েছিল ; যাঁর যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে, বিপ্রাদি উচ্চ বর্ণ হইতে নীচবর্ণ পর্য্যন্ত তৈলপূর্ণ তৈজস পাত্র প্রাপ্ত হয়েছিল ; সেই দীন দরিদ্র অনাথ জনের আশীর্ব্বাদের বস্তু সেই আদরের ধন, অশ্বিনীকুমার কিনা সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করুচেন। যাঁহার দশ ঘটিকা বেলার মধ্যে স্নানাহার না হইলে পরিবারস্থ কাহারো শান্তি লাভ হইত না, সেই অশ্বিনীকুমার অপরাহ্নে স্নান, সন্ধ্যায় আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। একদিন যাঁহার আশ্রয়ে শত শত লোক প্রতি দিবস নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল ; অদ্য তিনিই কিনা অপরের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া যৎসামান্য আহারীয় দ্বারা উদর পূরণ করুচেন ! কেন প্রভু ? গজরাজ সিং, আর অশ্বিনীকুমার এই দুয়ের মধ্যে এত বৈষম্য কেন ? একজনকে রাজসিংহাসনে আর এক জনকে গাছতলায় বসাও কেন, দয়াময় ? একজনকে হাঁসাও আর এক জনকে কাঁদাও কেন প্রভু ? সে দিন দেখিলাম, ললিত বাবুর একটিমাত্র পঞ্চম বর্ষীয় বংশধর অকালে কালচক্রে ছেদিত হইল ; পুত্র শোকাতুরা পতিহীনা অভাগিনী বিশা-

লাক্ষী দেবীর মর্ম্মবিদারক রোদন ধ্বনিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে গেল। মরি মরি মরি! পতিপুত্রবিহীনা হতভাগিনী বিশালাক্ষীর ক্রন্দনে কোন্ ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি সে দিবস ধৈর্য্যধারণে সক্ষম হইয়াছিল? আহা! পুত্রটির অকাল মৃত্যুতে ললিত বাবুর বংশ এক কালীন লোপ পাইয়া গেল।

আবার সেই দিনেই দেখিলাম, উমেশচন্দ্র গুপ্তের একটি পুত্র সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার পরিবারস্থ ও বন্ধু বান্ধবগণের আনন্দজলধি উথলিয়া পড়িল। কাহার মনে আশা ছিল যে গুপ্ত মহাশয়ের সন্তান আবার হইবে? গুপ্ত বাবুর লুপ্ত বংশ রক্ষা হলো, আর ওদিকে ললিত বাবুর বংশের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গেল। কেন দয়াময়? এ অবিচার কেন? দীননাথ! করুণানিধান! এক বাজারে এক রকম জিনিষের দুরকম দর কেন? কেউ হাঁসে, কেউ কাঁদে কেন? কারু রুক্ষ মস্তক, কারু ঠেঙ্গায় তেল কেন? ইচ্ছাময়! এই কি তোমার কার্য্য? এই কি জীবের করণীয়? বল প্রভু, আমায় শীঘ্র বল, আমার পাগলের প্রাণ যে ফেটে যায়। তুমি যে আমাকে আরও পাগল করলে। তোমার চরিত্র, তোমার আচরণ বুঝতে না পেরে আরও যে খেপ্‌লাম।

ঐ যে সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকা উপরি ঐ যে যুবকটি ষোড়শ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী যুবতীর সহিত পরমসুখে দাম্পত্যপ্রণয়-রসাস্বাদনে রজনী যাপন করিতেছে, আর ঐ গৃহের পার্শ্বস্থ আর একটি ঘরে আর একটি হতভাগ্য যুবক, স্বীয়

প্রাণসমা প্রণয়িণীকে এ জন্মের মত জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন করিয়া নয়ন জলে যামিনী যাপন করিতেছে, কেন প্রভু? তোমার এ দৃষ্টির বৈষম্য কেন? আমি পাগল; আমি এর কারণ বুঝিতে পারি না, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, ইচ্ছাময় আবার তোমাকে দয়াময়ও বলে। আমি সব স্বীকার করি, সব বল্‌বো, কিন্তু প্রভু! আমি তোমাকে দয়াময় বলব না। তোমার সর্ব্ব জীবের প্রতি যখন সমান দৃষ্টি নাই, তখন তোমায় কেন দয়াময় বল্‌বো? অন্যে দয়াময় বলে বলুক, আমি বল্‌বো না। তুমি একজন্‌কে সুখের সাগরে ভাসাও আবার আর এক জনকে দুঃখের ভীষণ জ্বলন্ত অনলে পোড়াও কেন? সে দিন এই কথায় আমাদের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় টিকি নেড়ে বল্লেন, "বাপুহে সুখ দুঃখ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফলাফল।"

এই বা কোন্‌ দেশী কথা তাও বুঝি না। পূর্ব্ব জন্ম আর পাপ পুণ্য। পূর্ব্ব জন্ম কি? জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু হয় আবার মরিলেও পুনরায় জন্ম হইতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু সেতো বড় গোলযোগের কথা, আর পাপ পুণ্যের সহিত জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ কতদূর, তাও বুঝি না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি জীব দিয়া দেখ।

একটি ছাগশাবক কেটে খাও। ছাগ মাংস যাহা উদরস্থ হলো, তার কতক অংশ রক্ত, মাংস, মেদ, শুক্র ইত্যাদিতে পরিণত হলো। আবার সেই ছাগমাংস পরমাণু-উৎপাদিত

শুক্র হইতে সন্তান উৎপত্তি হলো,সুতরাং পাঁঠা মানুষ হলেন।

আবার দেখ,পূর্ব্বভাবিত ছাগমাংসের অসার অংশ যাহা বিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পায়খানায় গেল, তাহা আবার পায়খানা হইতে, ভাব, নদীর জলে পরিত্যক্ত হইল। নদীর জলে গিয়া মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। সময় মতে ঐ ভক্ষিত অংশ জলচরবর্গের শুক্র শোণিত প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া ঐ ছাগশাবক হইতে উৎপাদিত শুক্র হইতে ছাগশাবক মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি রূপ ধারণ কল্লেন।

আবার মনুষ্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার সময় ছাগশাবকের যে অংশটি-ভক্ষণের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ভাব, তার কতক অংশ কুক্কুর, শৃগাল, কাক, চিল প্রভৃতির উদরে গিয়া ঐ সমস্ত মাংসাশী জীবের শোণিত শুক্র পরিবর্দ্ধন করিল। সেই ছাগশাবকমাংস উৎপাদিত বীর্য্য হইতে কুক্কুর, শৃগাল, কাক, চিল হলেন।

আবার ভাব, ছাগশাবকের যে অংশটি মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, সেটি সময় মত মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া গেল। সেই মৃত্তিকার উপরে ভাব, ধান্, গম্, যব্ প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হওয়ায় পাঁটার পরমাণু ধান, গম্, যবে অধিষ্ঠান করিয়া আবার মনুষ্য উদরে প্রবেশের দিন দেখিতে লাগিল। আবার হয়তো ঐ শস্য গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি তৃণভোজী জীবগণের উদরে গিয়া কালসহকারে

গো, মেষ, মহিষ ও পুনর্ব্বার ছাগশাবক ছাগমূর্ত্তি ধারণ করিল।

তবে ভাবিয়া দেখ, কি ভয়ানক গোলযোগ। এক ছাগশাবক হইতে কত প্রকার বস্তুর উৎপত্তি হইল। কালসহকারে ঐ ছাগশাবক হইতে আর কত বস্তুর উৎপত্তি হইবে, তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে পারে? এক ছাগশাবক মানুষ, কুক্কুর, শৃগাল, কাক, চিল্, মাছ, কচ্ছপ, ধান, গম প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিল; ইহাতে ছাগের পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য কি বুঝিব?

আমি এই একটা মানুষ, আমি মরিয়া একটা গরু হইতে পারি, একটা শৃগাল হইতে পারি, একটা পক্ষী হইতে পারি, এক জোড়া জুতা হইতে পারি, আবার মানুষও হইতে পারি। মানুষ মরিয়া সব হইতে পারে, কিছুই বিচিত্র নহে। পাপ পুণ্যের সহিত জন্ম মৃত্যুর এবং পরকালের কতদূর সম্বন্ধ তাহা বুঝি না। জ্ঞানী লোকে, পরমার্থপরায়ণ ধর্ম্মভীরু লোকে কখনই আমার এই সকল কথার প্রতিবাদ করিবেন না। পাগলে কি না বলে? পাগলেরা যখন খুন্ করিলেও রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পায়, তখন ঐ কথাজনিত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিবে কেন? ঐ দেখ সব আবার ভুলে যাচ্ছি। ভোলা মন কি বল্‌তে গিয়ে কি বলে, তা জানি না।

হ্যাঁঃ, আবার আর একটা ভারি গোলযোগের কথা আছে। আত্মা আবার পরমাত্মা বলিয়া লোকে ভারি একটা

গোলযোগ পাকায়। ঐ আত্মা পরমাত্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দুটো কি, বুঝে উঠাই সুকঠিন। আমিতো খ্যাপা পাগল মানুষ, আমারতো কথাই নাই; যাঁরা জ্ঞানভুষণ্ডী পরমার্থপরায়ণ, যাঁরা পরকালের নামে [মনে মনে যাই থাকুক] কেঁপে উঠেন, তাঁরাও আত্মা ও পরমাত্মার মর্ম্ম কি আমার ছাই বুঝিয়াছেন, বুঝি না। আমিতো পাগল, আমিতো বুঝতেই পারি না, যাঁদের নিকটে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, তাঁরাও কতকগুলো বোকে মরেন্ মাত্র। সুন্দর রূপে বুঝ্‌তে তাঁদের ক্ষমতা দেখি না। অথবা তাঁদের বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, হয়তো আমার বা আমার মত লোকের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমি পাগল, আমি এইমাত্র জানি, পরমাত্মার ধ্বংশ নাই। সে পরমাত্মা কি? আমার বিবেচনায় পরমাণুই পরমাত্মা। আর আত্মা পরমাত্মা বুঝি না। আত্মা আবার কি? বায়ুই আমাদের আত্মা, দম্ ছেড়ে গেল, বাস্ সব ফুরিয়ে গেল। আমি এই জান্‌কে খ্যাপা, আমি মর্‌লে আমার এই চেহারাটা কেবল নষ্ট হবেমাত্র, কিন্তু আমার দেহটি যে পরমাণু রূপ পরমাত্মায় গঠিত, সে পরমাণুর ধ্বংশ হইবে না। জান্‌কে খ্যাপার পরমাণু কর্ত্তৃক কত প্রকার জিনিষের উৎপত্তি হইবে, কে বলিতে পারে? এই জান্‌কে খ্যাপা সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অচিন্ত্য শক্তি মহা-পুরুষের অপার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকিবে।

আর পাপ পুণ্য কে করে? বা কে করায়? "হৃদি স্থিতে

ত্বয়া হৃষিকেশ ; যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি,,। তিনি যা করাচ্ছেন, আমি তাই করচি। সে দিন একজন শক্তি মন্ত্রের উপাসকও গান্ গাইলেন।

"সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কার্য্য তুমি কর মা,লোকে বলে করি আমি"।

যদি তাই হয়, তবে তো আমি কিছুই করি না। তিনিই সব্ করেন্ বা করান্। তিনি পাপ পথে আমার মতি লয়ে যান কেন? পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে আমার মনকে লইয়া গেলেই তো যাইতে পারেন। একটি পাত্র বিষপূর্ণ ও আর একটি পাত্র দুগ্ধপূর্ণ করিয়া এক স্থানেই পাত্র দুইটি রাখ। একটি অজ্ঞান বালক ঐ বিষপূর্ণ পাত্রটির হলাহল সেবন করিল। জ্ঞানহীন বালক বুঝিল না যে দুগ্ধই পেয়, বিষ ত্যাজ্য। তুমিও তাহাকে উপদেশ দিলে না, অথবা বিষ ভোজনকালে বালককে নিবারণ করিলে না। মনে কর বালকটি বিষ ভোজনে মরিল; এখন বল দেখি বালক-বধের পাপী কে? তুমি না বালক? বালকের তো কোন জ্ঞান নাই। প্রাণীমাত্রের যাহাতে প্রাণ নষ্ট হইবে তুমি এমন জীবন নাশক বস্তু কেন রেখে ছিলে? তুমি দুগ্ধও রাখিয়াছিলে সত্য বটে, কিন্তু দুগ্ধই সেব্য,বিষ সেবনীয় নয় এ উপদেশ বালককে দাও নাই কেন? অথবা যখন তুমি সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছ যে, বালকটি বিষ ভক্ষণ করিতে উদ্যত সে সময় নিবারণ না কর কেন? সেইরূপ বিবেচনা কর, পাপ

আর পুণ্য দুইটি পথ আছে। ঈশ্বর আমায় পুণ্য পথে না লইয়া গিয়া পাপ পথে চালান কেন? তিনি তো পুণ্য পথের পথিক করিলেই করিতে পারেন। যাঁর ইচ্ছাতে সব হয়, তাঁর ইচ্ছাতে ঐ কার্য্যটি না হবে কেন? তিনি তো ইচ্ছাময় বিশ্ব-চালক। তিনি যখন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডটা চালাচ্ছেন তখন আমাকে সৎপথে না চালান কেন? আমি তাঁর নিকট কি দোষ করেচি?

আর আমিই বা কে? এই যে আমি,'আমি আমি' করচি; এ আমি কে? আমি কে? আমিতো কেউ নই। তিনিই তো আমি, আমিই তো তিনি। আমি যদি আমি না হই, তবে আমার জন্য আমি ভাবি কেন? আমাতে যদি আমিত্ব না থাকে, তবে আর পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ এ সব ভেবে মরি কেন? তিনিই ভাবুন। হে অনন্ত শক্তি-ধর বিশ্বপতে! প্রভু! তোমার মহিমা বুঝা ভার।

ঐ সব ভুলে গিয়েচি। কোন কথা বল্‌তে গিয়ে কোন্ কথা নিয়ে বোকে মলাম। যাচ্ছিলাম জগন্নাথের পথে, এসে পড়েচি দিনাজপুরের রাস্তায়। কি বল্‌তেছিলাম ছাই মনেও পড়ে না। বলছিলাম কি যে, ভালবাসায় যে এত যাতনা, এত নাজেহাল, এত যে মর্ম্মান্তিক পীড়া সেটা তো বিধিমত প্রকার বুঝচি, বিলক্ষণ টের পাচ্ছি, তুষানলে পুড়্‌চি, তবু তো ভাল বাসা ছাড়তে পারচি না। ভাল বাসা ভুলতে পারচি না। তা, ভুলবই বা কি করে? বৎসরে বৎসরে, মাসে

মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, কথায় কথায়, বিন্দু বিন্দু করিয়া ভালবাসার সঞ্চার হইয়া এখন সমুদ্র প্রমাণ ভালবাসা হইয়াছে একি এক দিনের মধ্যেই শুষ্ক হইতে পারে? সাগর কি কখন শুকাবে? আর তো বাঁচিনে। এ রোগের কি অষুদ নাই? কৈ? কোন ব্যবস্থাপক তো এ রোগের ব্যবস্থা লিখে যান নাই। এ ব্যাধির ব্যবস্থাতো চরকে নাই, সুশ্রুতে নাই ট্যানারে নাই, প্রাক্টিস অব মেডিসিনে নাই, কিছুতেই নাই। এ রোগের শান্তির জন্য বেদবিধি ছাড়া একটা প্যাটান্ট মেডিসিনর আবশ্যক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসক একটা কিছু অসুদ বার করতেও পাল্লেন না। তবে তো এ অচিকিৎস্য রোগে মারা পলাম। আবার মলেও যদি তাকে ভুলতে না পারি, তবে আমার দশায় হবে কি? ঐ ভাবনায় যে আরও মলাম। মলেও যদি ভুলতে না পারি? সে দিন এক জন ডাক্তার গল্প কর্‌লেন, "একটি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে গিয়েচে, কিন্তু মরেও অদ্যাপি তার জ্বর ছাড়ে নাই,,*।

---

* ডাক্তার বাবু ম্যালেরিয়া জ্বরের দুর্জ্জয় প্রভাব প্রকাশার্থ রহস্য ভাবে বল্লেন যে, "আমি নবীন নামক ম্যালেরিয়া জ্বরপীড়িত একটি যুবকের ক্রমান্বয়ে এক বৎসর চিকিৎসা করি। নানা প্রকার ঔষধে ও বিধিমতে সেবা সুশ্রূষাতেও সে ব্যক্তি রক্ষা পাইল না। তাহার মৃত্যুর একমাস পরে একদা রাত্রিযোগে, আমি তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া কোন আবশ্যকবশতঃ যাইতেছিলাম। পথ পার্শ্বস্থ একটি তিন্তিড়ি বৃক্ষ হইতে হঠাৎ এক জন লোক আমার সম্মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে

আমি মনের জ্বালাতেই জ্বলে মলাম। এমন পাজি মনওতো কখন দেখি নাই। যদি কখনও মনকে হাতে পাই, তবে আগে আমি লোহার হামামদিস্তেয় মনকে গুঁড়ো নাড়া করবো, তার পর অন্য কাজ। এমন নেমকহারাম্ মনও তো কখন দেখি নাই। আমারই বুকের মধ্যে আছেন্, আবার আমাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে মারচেন্।

অহো! তার মধ্যে মন্‌কে দোষ দেওয়া আমার অন্যায় হচ্চে। মনের আমার দোষ কি? আমার মনে যে আমার আর অধিকার নাই। মন আর আমার আছে কৈ? মনেতো আর আমার দখলি সত্ত্ব নাই। আমার মন যে এখন অপর কর্ত্তৃক দখলীকৃত হওয়ায় আমি মনের উপর দখলিকার সত্ত্ব হারা হয়েচি। আমার মন এখন অন্যের অধিকৃত হয়েচে। মন্‌তো এখন আর আমার কাছে থাকে না। আমি মন্‌হারা হয়েচি। হায় হায়! আমারতো সকলি গিয়েচে কিছুই নাই, নমাতা, নপিতা, নবন্ধু, নআত্মীয়, নঘর, নকন্যা কিছুইতো নাই। আমিতো অনেক দিন পথের ভিখারি হয়েচি। কিছুইতো আমার বল্‌তে ছিল না। ছিল কেবল একটা মন্;

আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, আমার রোগী সেই নবীন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি নবীন? তুমিতো একমাস হলো মরেচো, এ আবার কি? নবীন কাতরস্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ডাক্তার মহাশয়! মরেচি সত্যি বটে, কিন্তু মহাশয় জ্বরতো ছাড়ে নাই। এক-বার হাতটা দেখুন দেখি!!!

তা সেটাও হারালাম? মন্ আমার কে চুরি কল্লে? হায় হায়! মন্ আমার গেল কোথা? আকাশ পাতাল খুঁজে দেখলাম্, তবুতো মনের ঠিকানা পাই না। মন্ যেখানে আছে, তা আমি মনে মনে জান্তে পারচি। মন্ আমার যাকে ভালবাসে,তারই কাছে আছে। আমার ভোলামন্ সেই ভুবনমোহিনীর কাছে গিয়ে আমাকে ভুলে গিয়েছে। সব্ ভুলে গিয়েচে। মন্ তাকে বড় ভালবাসে। তাকে,—সেই মনোহারিণীকে ভুলে, মন্ আমার থাক্‌তে চায় না, থাক্‌তে পারে না। মন্ তার হাঁসি হাঁসি মুখখানি দেখ্‌তে বড় ভাল বাসে। তার সেই দুঃখের সময়েও হাঁসি, সুখের সময়েও হাঁসি, সদাই হাঁসি, বড় ভালবাসে। সে পাগলিনীর সেই উপমা-রহিত মুখের হাঁসি যখন মনে পড়ে, যখন কল্পনা-চক্ষে সেই হাঁসিবার সময়ে মুক্তাপাতি-বিনিন্দিত দন্তগুলি দেখিতে পাই, তখন সব যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।

মধুরহাসিনী! পাগলের জীবন! তুমি এখন কোথা আছ? আর কি এ হতভাগ্য তোমার সেই হাঁসি এ চক্ষে দেখ্‌তে পাবে না? জীবনেশ্বরি! জীবন যে আর থাকে না। আমি তোমার সেই হাঁসি দেখবার জন্যেই জীবন রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌চি, কিন্তু, প্রাণাধিকে! জীবনতো আর থাকে না। জীবন্‌তো দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে ক্ষয় পাচ্ছে। একটি দিন যাচ্ছে, জীবনের এক অংশ ধ্বংশ হচ্ছে। মনোহারিণি! মনতো আমার হরণ করেচো, এখন প্রাণটাও

কি নিতে চাও ? নাও, তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ? আমার এ দগ্ধ জীবনে আবশ্যক কি ? যাদের জীবনে সুখ আছে, তাহারাই জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করে। আর যার জীবনে সুখ নাই, তার আর জীবনে আবশ্যক কি ? জীবনদায়িনি ! আমার এ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ উন্মুখ হয়েচে এখনও যদি কৃপা-তৈল বিতরণে রক্ষা কর, থাকিবে ; নতুবা নিবিল—আর থাকে না।

কি আশ্চর্য্য ! আমিতো ভয়ানক পাতুরে খ্যাপা ; কাকে বা বল্‌চি, কে বা আমার কথা শুন্‌চে। যাকে উদ্দেশ করে বল্‌চি, সেতো আমার কাছে নাই, এ পৃথিবীতে নাই, সেতো এখন স্বর্গে বাস করচে। আমার কথা সে কেমন করে শুন্‌বে ? সব জানি, সব বুঝি, জেনে শুনে, বুঝে সুঝেওতো এ ভাবনা ভুল্‌তে পারি না, কি ভাবি কেন ভাবি, কার জন্যেই বা ভাবি, কেউ ভাব্‌তেওতো বলে না—তবু ভাবি। মন্ আমার কেন ভাবে ? শুদ্ধ মনেরই বা দোষ দেব কি বলে ? পাপীয়সী স্মৃতিইতো যত নষ্টের মূল। আমার এই ভীষণ যন্ত্রণার মূলইতো স্মৃতি ! অনেক সময় বিষয় বিশেষে, কার্য্য বিশেষে মন্ বেশ ভাল থাকে। আবার হঠাৎ কারণ বিশেষে স্মৃতি পাপীয়সী সব মনে পড়িয়ে দিয়ে জ্বালাতন কোরে মারে।

সে দিবস বৈকালে আমার মনটি বেশ্‌ ছিল। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ সময়ে জাহ্নবী তীরে প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে মন্‌টি আমার বেশ্‌ ছিল। সানন্দ মনে জাহ্নবী দেবীকে

প্রণাম করে যেমন তাঁর দিকে পশ্চাৎ ফিরেচি, অম্‌নি সম্মুখস্থ দ্বিতল অট্টালিকা উপরি দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, একটি যুবক ও একটি যুবতী অট্টালিকার ছাতের উপরি বায়ু সেবনার্থে উভয়ে দণ্ডায়মান আছে। এই দৃশ্যটি আমার নয়ন পথে পড়িবামাত্র একটা কথা মনোমধ্যে সহসা এসে প'ল, পাপীয়সী স্মৃতি বহু দিনের একটি অতীত ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিল। একদা কোন একটি প্রসিদ্ধ স্থানে এক দিন সন্ধ্যার সময় ঠিক ঐ ভাবে আমি ও আমার সেই চারুহাঁসিনী উভয়ে ঐ রূপ জাহ্নবী তীরস্থিত দ্বিতল অট্টালিকার ছাতে দাঁড়াইয়া বায়ু সেবন করিয়াছিলাম। তখন ভাদ্র মাস,— পূর্ণ কলেবরা ভাগিরথী কল কল শব্দে প্রবাহিতা ছিল। সে দিনের কত কথাই মনে পড়িল। যত কথা বলিয়াছিলাম যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, এক এক করিয়া সব মনে প'ল। আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না। বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করে উঠলো। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য হওয়ায় রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লো, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। সে দিন রাত্রিতে আহার নিদ্রা উভয়েই বঞ্চিত ছিলাম, সমস্ত রাত্রিটে শুয়ে শুয়ে কি কতকগুলো ভেবেছিলাম, কতকগুলো বকেয়া কথা মনে এসে আমাকে সে রাত্রিটে বড় কাঁদিয়ে ছিল।

তবেইতো আর আমার নিস্তার নাই। অতীত ঘটনা মনে পড়ে যদি জ্বল্‌তে হয়, তবেতো আর আমার নিস্তার নাই। আমার এ জীবন নাটকের কত পরিচ্ছেদে, কত

ঘটনার কত অভিনয় হয়ে গিয়েছে, সে সব যদি ভুলতে না পারি,সে সব ঘটনা যদি কারণ বিশেষে মনে পড়ে, তবেতো আর নিস্তার নাই। কত দিন কত ঘটনা, কার্য্য বিশেষে মনে পড়ে, কতই যাতনা পেয়েচি, কত মর্ম্মান্তিক আঘাতই পেয়েচি,তা আমার এই দগ্ধ মনই জানে। আমার এ মর্ম্মভেদী যাতনা, আমার মত যদি হতভাগ্য দ্বিতীয় কেউ থাকে, তবে সেই বুঝিবে।

সে দিন অমনি অমাবশ্যার রাত্রিতে ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টি হচ্ছিল। সে দিন মনে ভেবেছিলাম রাত্রিটে বেশ্ শীতল আছে, আজ একটু ঘুমিয়ে বাঁচবো। শয্যায় শয়ন করে, জানালায় মুখ দিয়ে, গভীর অন্ধকার পানে তাকিয়ে থাক্তে থাক্তে হঠাৎ একটা কথা মনে প'ল। কথাটি স্মরণ হবামাত্র অম্নি মাথা ঘুর্তে লাগ্লো। মগজ কট্ কট্ করে কাম্ড়ে উঠ্লো। ভয়ানক কথা মনে প'ল, একদা ঠিক্ এই রূপ কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে সেই উন্মাদিনী আমাকে বলেছিল, "আমি এমনি অন্ধকার বড় ভাল বাসি, এম্নি আঁধারে আমার মন্ খুব ভাল থাকে," কথাটা হঠাৎ মনে প'ল—আমাকে পোড়াবার জন্যেই মনে প'ল। সে রাত্রির কত কথাই মনে প'ল। মন ছার খার হয়ে গেল। প্রত্যেক শোণিতবাহিনী শিরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। হাড় জ্বল্তে লাগ্লো রক্ত শুকুতে লাগ্লো। অম্নি পাগল হয়ে উঠ্লাম। মনে ভাব্লেম্ হায়! সেই

উন্মাদিনীর সঙ্গে যেমন আঁধার সেই দিন দেখেছিলাম,আজ্ও সেই একই রকমের অন্ধকার। সে দিনকার অন্ধকারে আমার মনের ভিতর আলো ছিল, কিন্তু আজকার আঁধারে মন্ বাহির সব্ অন্ধকার ময় দেখি কেন? বরং বাহিরের অন্ধকার চেয়ে মন আমার ঘুরঘুট্টি আঁধারে আচ্ছাদিত। সে দিন-কার মেঘে চপলা সুন্দরী ছিল,আজ্কের মেঘে বিদ্যুৎ খেলে না কেন? সে দিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়াই কি নিবিড় নীরদ মাঝে বিজলি খেলিয়াছিল? আজ আমার সেই বিদ্যুৎবরণী আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, কি মেঘের মধ্যেও বিদ্যুৎ ছাড়িল? আহা! ঘোর অন্ধকারময়ী রজ-নীতে নিবিড় জলদ মাঝে যখন ঘন ঘন সৌদামিনী সুন্দরী প্রকাশ পায়, তখন কি সুন্দরই দেখায়? প্রকৃতি সতী কি রূপা-রূপ ভূষণেই ভূষিতা হয়। বিজলি সুন্দরীর ঘন ঘন হাঁসি, সে ভয়ানক হাঁসি,হাঁসির উপরে হাঁসি,তার উপরেও আমার হাঁসি। মেঘ বেচারা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসায়; কিন্তু বিজলি সুন্দরীর হাঁসি থামে না। মেঘ কাঁদে কেন, তা আমি জানি। আমি ভিন্ন আর কেউ তা জানে না। যে দুঃখী সেই দুঃখীর বেদনা বুঝে, যে কাঁদে সেই কাঁদিবার কারণ বুঝে। মেঘ শুদ্ধ কেবল ঐ চপলাসুন্দরীর জ্বালায় কাঁদে। মেঘ বেচারা না কাঁদবেই বা কেন? যাকে স্পর্শ-মাত্র জ্বালায় সংসার দগ্ধ হয়, এমন ভয়ানক জ্বালাময়ীকে হৃদে ধারণ করিয়া রাখা কি সহজ কথা? মেঘ বেচারা জ্বালায়

জ্বলে মরে, আর কাঁদে আর উচ্চরবে গগন মেদিনী কাঁপাইয়া বিধাতাকে বলিতে থাকে।

"এত রূপ দিয়ে যদি সৃজিলে এ মোহিনী।
বল বিধি কোন্ দোষে, করে দিলে অনায়াসে
এ রূপের পরিণাম জ্বালাময়ী অশনি॥"

হে বিদ্যুৎ সুন্দরি! তুমি অমন ভুবনবিমোহিনী সুন্দরী, তোমার সৌন্দর্য্যের উপমা নাই, তুমিই রূপসীকুলের উপমা-স্থল। কিন্তু সুন্দরি! তোমার স্পর্শসুখের পরিণাম ফল এত ভয়ঙ্কর কেন? তুমি সংসার পুড়িয়ে ছার খার কর কেন? তোমার এ কেমন চরিত্র বুঝি না। অথবা বুঝ্‌বোই বা কি প্রকারে?

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"

স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারাও বুঝ্‌তে পারেন না, তা আমি বুঝ্‌বো কি প্রকারে? আমি যদি স্ত্রী চরিত্রই বুঝ্‌তে পার্‌বো. তবে "খ্যাপা" এই উপাধিই বা পাব কেন?

কিন্তু সুন্দরি! শুদ্ধ কেবল নির্দ্দয়াও তো তুমি নও। তোমাতে আবার দয়াওতো বিলক্ষণ আছে। তুমি মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত রজনীতে পথভ্রষ্ট পথিককে পথ দেখাইয়া সুপথে লয়ে যাও। তুমি তারের ভিতর * ঢুকে এক মাসের রাস্তার খবর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে দাও। তুমি যন্ত্র

* তাড়িত বার্ত্তাবহ (টেলিগ্রাফ্)

বিশেষে * আবির্ভূতা হয়ে কত ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির উপশম করে দাও। তোমার দয়াওতো বিলক্ষণ আছে। তা আমি বুঝেচি,যেমন সাগর গর্ভে রত্নও আছে, হাঙ্গর কুম্ভীরও আছে ; রত্ন তুলিতে গিয়া কেউ বা রত্ন লাভ করে, কেউ বা হাঙ্গর কুমীরের পেটে যায়, সেই রূপ তোমাতে দয়াও আছে, নিষ্ঠুরতাও আছে, যার যেমন ভাগ্য সে তেমন লাভ করে।

সুন্দরি ! আমি তোমার দয়ায় অনেক উপকৃত হয়েচি, তুমি অন্ধকারে আমায় পথ দেখিয়েচো, তুমি পনর দিনের রাস্তার আমায়সর্ব্বদা খবর দিয়েচো,তুমি রোগে আমার শান্তি দিয়েচো। তোমার নিকটে আমি অনেক উপকার পেয়েচি। এখন আর তোমার দয়া মায়া আমি চাই না। এখন তোমার নিষ্ঠুরতাই লাভ, আমার একান্ত প্রার্থনীয়। সুন্দরি ! আকাশ থেকে একবার ঝাঁ করে খসে পড় দেখি। আমি বুক পেতে, মাথা পেতে, বসে আছি—একবার পড় দেখি। আমার সব জ্বালা নিভাও দেখি, আমার অনেক দিনের জ্বলা হাড় কখান জুড়াও দেখি। আমার হাড় কয়খান শীতল হউক। বেঁচে থাকাই আমার মরণ, মরণেই আমার বাঁচন। আমাকে তুমি বাঁচাও। কোন্ গণ্ডমূর্খ বজ্রাঘাতে মরতে ভয় করে ? এমন সুখের মরণত আর নাই। বসে আছি, আর ঝাঁ করে প'ল আর টুক্ করে ম'ল। কি চমৎকার

---

* ইলেক্ট্রিসিটী।

শান্তি। কি চমৎকার মরণ! যে গণ্ডমূর্খ অপঘাত মৃত্যু বলে এ রকম মরণে নারাজ হয় হউক ; আমি যেন জন্ম জন্ম বাজ্ পড়ে মরি। আমি যেন সাত জন্ম চপলাসুন্দরীকে আলিঙ্গন করে মরি। আমি ও রকম মরণে খুব রাজি, সদাই মরিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি ও রকম মরণে রাজি হলে কি হবে? আমি এত পুণ্য কি করেচি যে, বিদ্যুৎ সুন্দরীর স্পর্শ সুখ অনুভব করতে করতে আমার প্রাণপাখী এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়্বে? আমি শুনেচি এবং দেখেওচি, বিদ্যুৎ সুন্দরী, উচ্চ শির ভিন্ন কখন খর্ব্ব শিরে পতিত হন্ না। বড় বড় পর্ব্বত শৃঙ্গ, বড় বড় বৃক্ষ, বড় বড় অট্টালিকা ভিন্ন ক্ষুদ্র মস্তকে তিনি পড়েন্ না। ক্ষুদ্র লোকের মস্তকে পড়্তে তাঁর প্রবৃত্তি হয় না। হে সুন্দরি! তুমি অপরিসীম রূপসী তা স্বীকার করি, তোমার অত্যন্ত দয়া তাও স্বীকার করি, কিন্তু সুন্দরি! তুমি স্বর্গবাসিনী দেব কন্যা হয়ে এই মর্ত্ত্যবাসী সামান্য জঘন্য মানবের মত তোমার আচরণ কেন ধনি? যে তোমাকে চায় না, তুমি তার কাছে যেতে চাও; তার বুকে পড়্তে চাও। আর আমি গরিব বেচারা তোমাকে পাবার জন্যে প্রাণ খুলে ডাক্‌চি, কিন্তু আমার প্রতি তোমার দয়া হয় না কেন সুন্দরী? সেই এক দিন সেই উচ্চ অট্টালিকা ভেদ করে কুমার বাহাদুরের বুকে গিয়ে পড়্লে, আর আমি বেচারা তোমাকে ডেকে ডেকে গলা ভাংলেম, তোমার উদ্দেশে মাথা কুটে কুটে মাথার ঘা কর্লাম, কিন্তু আমার প্রতি এতেও দয়া হল না। আবার

গেই আর এক দিন ঐ উত্তর মাঠের বড় বট গাছটিতে গিয়ে পড়্লে ; আর আমি এই একটা ক্ষুদ্র শেওড়া গাছ, গর্ত্তের ধারে মনের দুঃখে দাঁড়িয়ে আছি, কোন্ দিন একটা চাপ খসে পড়্বে আর গর্ত্তের টোপাপানা জলে টুপ্ করে প'ড়ে পচে মর্বো, গর্ত্তের পচা জলে পচে মরব, আমার মাথায় কেন পড়্লে না ধনি ? বড় বট গাছটী পুড়ে গেল, তাতে অনেক জীবের শ্রান্তি দূর করণের আশ্রয় নষ্ট হলো ; আমি শেওড়া গাছটী গেলেতো কোন ক্ষতি ছিল না। স্বর্গবাসিনী দেব-কন্যা হয়ে, এ রূপ বিবেচনা তোমার শোভা পায় না।

হায় হায়! বড় লোক বড় গাছ, বড় পাহাড় বড় অট্টালিকা আমি কেন না হলাম ? তা হতে পার্লেতো আমি যে রকমে মর্তে বাঞ্ছা করি, সে রকম মৃত্যুতো আমার পক্ষে খুব সহজ হত। আমি ক্ষুদ্র বলে মৃত্যুও আমার সুখপ্রদ হবে না ? হে চপলাসুন্দরি ! তুমি আমাকে মেরে ফেলেও সুখী হতে দেবে না ? কি আক্ষেপের বিষয় ! বড়কে সবাই চায়, ক্ষুদ্র বলে কি তুমিও আমায় ঘৃণা কর্বে ? অন্যে আমায় ক্ষুদ্র বলে, দরিদ্র বলে ঘৃণা করে, করুক্, কিন্তু তোমার মত দেব-কন্যার সেরূপ করা শোভা পায় না। সুন্দরি ! তুমি ভেবে দেখ, বড় লোকের ভালবাসার অনেক সামগ্রী আছে। হাতী আছে, ঘোড়া আছে, চিড়িয়াখানা আছে, চেরেট আছে, বগি আছে, বাগানবাড়ী আছে, কাম্রা আছে, বাই আছে, খ্যামটা আছে, থিয়েটার আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে,

আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, টাকা আছে, জমিদারী আছে, চেয়ার আছে, টেবিল আছে, বোতল আছে, সবই আছে তাঁদের নাই কি? সকলি আছে। তাঁদেরতো ভালবাসার অনেক জিনিষ আছে ; তুমি তাঁদের ভালবাসিতে না গেলেও তাঁরা ভালবাসার অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অনায়াসে মনের সুখে থাক্‌তে পারবে। তাঁদের অভাব কি? অভাব কার? নাই কিছু কার? আমার।" আমার কিছুই নাই। আমার আছে কেবল আমি, আর আছে অসহ্য যন্ত্রণা। তুমি একটিবার ঝাঁ করে খসে পড়, একটিবার আমার কাছে এস সুন্দরি! তুমি একটিবার ভালবেসে আলিঙ্গন দিলেইতো সব যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাই। আমার এ পাপ জন্মের জ্বলন্ত যাতনায় মুক্তি পাই। সুন্দরি! আমার মাথা খাও, খসে পড়। আমার এ জ্বলন্ত যন্ত্রণা শীতল কর। আর সয় না অনেক সহ্য করেচি, আর সহ্য হয় না ; প্রাণ দগ্ধ হয়ে গেল, আমাকে বাঁচাও। তোমার দয়া পাবার উপযুক্ত পাত্র কি আমি নই?

ঐ জাঃ, সব ভুলে গিয়েছি। কি কথা বল্‌তে গিয়ে কি কথা এনে ফেলেচি। এতে লোকে আমাকে আর পাগল না বল্‌বে কেন? আমি একটা জীয়ন্ত মানুষ হয়ে, কোথাকার একটা আকাশবাসিনী জীবন বিহীনা জড় রূপি-নীর উদ্দেশে বকে বকে কেঁদে কেঁদে আরও যে খেপে উঠ্‌লাম। সবাই আমাকে খ্যাপালে। স্থির থাক্‌তে দিলে

না, বাঁচ্‌তে দিলে না। তবেই দেখ, সে দিনকার অন্ধকার রাত্রিতে হঠাৎ একটা অতীত ঘটনা স্মরণ হয়ে, জ্বলে পুড়ে মলাম, এতক্ষণ বকে মলাম, কেঁদে মলাম। তবে আর আমি বাঁচি কি সে? মনকেই বা দোষ দেব কি বলে? স্মৃতিইতো যত নষ্টের মূল। এ জ্বালায় জ্বল্‌বই বা কত কাল? শরীরওতো আর বয় না, অনিদ্রায় আরও যে বায়ু উগ্র হয়ে পেপে উঠ্‌লাম। ঘুমের কি ঔষধ নাই? কার কাছেই বা যাই? কেবা আমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়াবে?

সে দিবস একজন ডাক্তারকে ঘুমের ঔষধ চেয়েছিলাম। তিনি বল্লেন "বাপু! আমার কাছে ঔষধ নাই, আমি যে ঔষধ বলে দিচ্ছি, তাই কোন ডিস্পেন্‌সরি হতে কিনে লওগে, ঘুম হবে। একোয়া ক্যাম্‌ফর তিন আউন্স, ব্রোমাইড অব্ পটাশ হাপ্‌ড্রাম, একত্র মিক্‌চার করে, দিবসে তিনবার খাবে, আর বেড্‌টাইমে হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল বিশ গ্রেণ, সিরপ জিঞ্জার দুই ড্রাম, জল এক আউন্‌স একত্র মিশ্রিত করে খেয়ে শুয়ে দিব্বি ঘুম হবে। আমি তাঁর ব্যবস্থা মত ঠিক্‌ঠাক্‌ সবগুলি খেলাম। ভৈষজ্যের কি আশ্চর্য্য শক্তি, সে রাত্রিটায় আমার খুব ঘুম হয়েছিল। অনেক দিন পরে ঘুমিয়ে বেঁচে ছিলাম। কিন্তু ঘুমুলে কি হবে? সমস্ত রাত্রিটে ঘুমিয়ে রাত্রি দণ্ড দুই থাক্‌তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি নিদ্রা ভঙ্গের পর শুয়ে শুয়ে মনে মনে ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি

সম্বন্ধে সমালোচনা করুচি, এমন সময় আমার শয়ন গৃহের অদূরবর্ত্তী বাঁশ ঝাড়ে দয়েল পাখী ডেকে উঠ্‌ল। দয়েলের ডাকে যেমন আমার কাণ গেল, অমনি অবসর বুঝে স্মৃতি পাপিয়সী এসেও মনের মধ্যে আবির্ভূতা হ'ল। কি একটা কথা মনে পড়্‌তে লাগল। দয়েল পাখীর ডাক শুনে, আশু আশু অনেক দিনের একটা ভয়ানক কাণ্ড মনে পড়ে গেল। একদা কোন এক স্থানে আমি যখন সেই উম্মাদিনীর সহিত একত্রে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়ের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমরা উভয়ে ঐ সময় সমস্ত রাত্রিটা প্রায়ই নানারূপ কথোপকথন ইত্যাদিতে অতিবাহিত কর্‌তাম। কোন্ দিক দিয়ে রাত্রি পুইয়ে যেত, কিছুমাত্র জান্তেও পারতেম না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমরা নিদ্রা যেতেম না। আমাদের বাসগৃহের সম্মুখেই একটা বিল্ল বৃক্ষ ছিল। একটি দয়েল পাখী প্রতিদিনই উষাকালে সুমধুর স্বরে ডাকিত। আমরা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিতাম, সুতরাং নিশা অবসানের লক্ষণ কিছুই জানিতে, বা দেখিতে পাইতাম না। কেবল বিল্ল বৃক্ষস্থ দয়েল পাখীর ডাক শুনেই প্রভাত অনুমান করিয়া লইতাম। তখন মনে হ'ত, বুঝি দয়েল পাখী আমরা ঘুমিয়ে আছি বলেই আমাদিগকে জাগাইবার জন্যে ডাক্‌চে। মনে করিতাম, আহা! দয়েল পাখীর কি দয়া, কে ওর নাম দয়েল রেখেছে? দয়েল পাখী না বলে, ওকে দয়াল পাখীই বলা উচিত। যুবক

যুবতীরা সমস্ত যামিনী আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া রজনীর শেষভাগে যখন নিদ্রা যায়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতক বসনাবৃত, কতক বা অনাবৃত অবস্থায় থাকে, সে সময় কেউ এসে দেখ্‌বে বলে, প্রণয়ী যুগল লজ্জা পাবে বলে, প্রভাত সময়ে দয়াল পাখী দয়া করে উচ্চৈঃস্বরে প্রেম মিশ্রিত সুমধুর স্বরে ডেকে ডেকে তাদের চেতনা সম্পাদন করিয়া দেয়। আহা! কি মিষ্ট স্বরেই ডাকে! সেই এক দিন, সেই এক উষা, সেই এক দয়েল পাখী আজও দেখ্‌লাম, কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগ্‌ল না কেন? সেই সুখময়ী উষা আজ অসুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে বোধ হচ্ছে কেন? সেই দয়েল পাখীর রব আজ আমার কাণে গরল মিশ্রিত তীক্ষ্ণধার শেলের ন্যায় বিদ্ধ হচ্ছে কেন? আজ আমার মন্‌টার ভিতর এত খাঁ খাঁ করে কেন? তবেইতো বাপু! ঘুমের ঔষধ খেয়ে না হয়, একটা রাত্রি ঘুমালাম; কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি? হায় হায়! কি কুলগ্নেই আমি সেই উন্মাদিনীকে দেখেছিলাম, সব ভুলেচি, কিন্তু তাকেতো ভুল্‌তে পারুচি না, সে যে আমার অন্তরে অন্তরে রেক্‌তার গাঁথনীতে গাঁথা আছে। মরি মরি! সে আদরিণীর আদর আমিতো কিছুই করি নাই। কেমন করে ভালবাসার বস্তুকে ভালবাস্‌তে হয়, তাতো আমি জানি না, সুতরাং আমিতো এক দিনের জন্যেও তাকে ভালবাসি নাই। ভালবাসার পদ্ধতিতো আমার শিক্ষা করা হয় নাই। বানরের হাতে মুক্তা মালা দিলে, সে তা দাঁতে কাটে। মুক্তার

আদর আদরে কি বুঝ্‌বে? আহা! সে যে অতি আদরের বস্তু, আমি গণ্ডমূর্খ, তার আদর আমি কি জান্‌বো? তার আদর করা দূরে থাকুক, বুঝ্‌তে না পেরে কতদিন তাকে কত কষ্ট দিয়েচি; তার সরল মনে, কোমল প্রাণে বেদনা দিয়েচি। তখন বুঝি নাই, দুঃখও হয় নাই, এখন বুঝিয়াছি, দুঃখেও বুক ফাট্‌চে। হায় হায়! আমার বুক পাষাণ সদৃশ, নতুবা এত মর্ম্ম-বিদারক যন্ত্রণাতেও বুক বিদীর্ণ হয় না কেন? আমি তার সরল মনে যাতনা দিয়ে এখনও বেঁচে আছি কেন? আমার প্রত্যেক দিনের প্রত্যক্ষ ঘটনা এখনও হৃদয়পটে সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। যত দিন এ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ না হবে, ততদিন কিছুতেই ভুলিব না। হায় হায় মরি মরি! এক রাত্রিতে কত কাঁদিয়েচি, যার দুঃখেও হাঁসি, সুখেও হাঁসি, সদাই হাঁসি, তাকেই আমি কাঁদিয়েচি। আমার কি ভয়ানক কঠিন প্রাণ। সরল-হৃদয়ে! প্রাণপ্রতিমে! আমি মূর্খ, আমি তোমার উন্নতহৃদয়ের ভাব কি বুঝ্‌ব? আমার যেমন নিচ অন্তঃকরণ, আমি তেমনি ভাবেই সব্‌ ভেবেচি। আমি অভিজ্ঞতাবিহীন ঘোর পাষণ্ড, নতুবা তোমার কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান না করে, তোমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিব কেন? ক্ষমা কর; জীবনদায়িনি! তুমি আমায় ক্ষমা ভিক্ষা দাও। আমিতো তোমারি, আমাকে তোমার অদেয় কি আছে? আমায় ক্ষমা দান কর। আমি তো তোমাকে বিন্দুমাত্রও ভালবাসি নাই, তুমিইতো আমাকে অকৃত্রিম প্রণয় রজ্জুতে বন্ধন করেচ। নতুবা তোমার

জন্যে এত মন পুড়্বে কেন? নতুবা আমি তোমার জন্যে এত জ্বলে মর্‌বো কেন? আমি ভালবাসিলে আমি জ্বল্‌বে কেন? তোমার ভালবাসাইতো মনে পড়্‌চে, আর মন ছার খার হচ্ছে। আর কতদিন এ পোড়ায় পুড়্‌বো? জীবন-দায়িনি! তোমা ভিন্ন এ হতভাগ্যের প্রতি আর কে ফিরে তাকাবে? কে আর আমার দুঃখে কাঁদবে? তুমি যে আমার জন্যে কাঁদো, তাতো আমি স্বচক্ষে দেখেচি, আমি স্বহস্তে যে তোমার নয়ন জল মুছাইয়া দিয়েচি; আমার যে সে সব মনে আছে। অতীত ঘটনা যতই মনে পড়্‌চে, ততই যে প্রাণের ভিতর হু হু করে উঠ্‌চে। প্রাণ যে যায়, তোমা বিহনে প্রাণ যে আর থাকে না। প্রাণাধিকে! আমি যে তোমা বিহনে কোন স্থানে গিয়ে সুখ পাইনে, আমোদে আর আমোদ পাইনে, পুস্তক পাঠে মন লাগে না, বিষয় কার্য্য বিষবৎ জ্ঞান হয়, চিত্ত বিনোদন সঙ্গীতরসেও মন রসে না। মন যেন আমার শুক্‌না সুঁদরী কাঠের চ্যালার মত হয়ে গিয়েচে। কেন যে এমন হলাম, বুঝ্‌তেও পারিনে। জীবনতরী ডুবলো, আর চলে না, এ জীর্ণতরী এমন ভয়ঙ্কর তুফানে আর কত দিন চল্‌বে? আমিতো এমন ছিলাম না, কেন এমন হলাম? কেন এমন করে শরীর নাশ করচি? কেন এত ভেবে মরচি? জীবনাধিকে! তুমি কোথা আছ? একবার এসে আমার হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে, অনুসন্ধান করে দেখ, তোমার স্নেহের জানুকে খ্যাপার হৃদয় মন্দিরে কত ভয়ানক আগুন

জ্বল্‌চে। প্রাণপ্রতিমে! আমি সহস্র অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী, আমার সব দোষ ক্ষমা কর; আমার জীবন আর থাকে না, এই সময়ে আমাকে ক্ষমা দাও, নতুবা মরণ কালেও সুখ পাব না। আমি জীবন ত্যাগের পূর্ব্বে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই, এ জন্মের সাধ আমার আর কিছুই নাই, তোমার নিকট আর আমি কোন বস্তুর প্রার্থী নই, কেবল ক্ষমা।

ব্যোম্ ভোলা! আমি ক্ষমা চাচ্ছি কার কাছে? আমি কেঁদে মর্‌চি কার কাছে? কে আমায় ক্ষমা কর্‌চে? কে আমার কান্না শুন্‌চে? আমি যার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, যার উদ্দেশে কাঁদচি, সে কোথা? গেতো বেঁচে নাই। আমার সেই জীবনদায়িনীতো জীবন ত্যাগ করেচে। সেতো মরেচে, সেতো আমাকে এ জন্মের মত ছেড়ে চলে গিয়েচে। না, না, সে মরে নাই, মনেওতো পড়ে না। সে বেঁচে আছে কি মরে গিয়েচে। মনেওতো পড়ে না। বালাই, সে মর্‌বে কেন? তার বদলে আমি মরি না কেন? সে মর্‌বে আমি বেঁচে থাক্‌ব, কেন? না, না, সেতো মরে নাই। ছাই ভস্ম মনেওতো পড়ে না। ও হরি! ঠিক্ ঠিক্; সে মরেচেইতো ঠিক্। এইবার ঠিক্ ঠাক্ সব মনে আস্‌চে। ঐ যে সে দিন, এই সন ১২৮৯ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবারের দিন সেতো মরেচে। আমার সাক্ষাতে, আমার চক্ষের উপরেই সেতো মরেচে। সে মরে গেল, আর আমি অমনি তাকে ঘরের ভিতর ফেলে

রেখে চলে এলাম। আমি পালিয়ে এলাম। সে ঘরে ঘরে পড়ে থাকুন, আমি তাকে পরিত্যাগ করে চলে এলাম। ধিক্ আমার ভালবাসায়, ধিক্ তাকে, সে এমন পাষণ্ডের সঙ্গে কেন প্রণয় করেছিল? সে এমন নরাধমকে কেন ভালবেসে ছিল? এমন ভালবাসার কপালে আগুন। প্রকৃত ভাল-বাসাতো মলেও যায় না। সে মল, আর আমার ভাল-বাসাও ফুরাল? এমন স্বার্থপরিপূর্ণ ভালবাসার মুখে ঝাঁটা। হায় হায়! আমি কেন তাকে তেমন অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে এলাম? আমি কেন তার মৃতদেহ ঘরের ভিতর ফেলে চলে এলাম? মরি মরি! বুক আমার যে ফেটে যাচ্ছে, হায় হায়! আমি সেই প্রেমময়ীর প্রেম মাখা মূর্ত্তিখানি লয়ে শ্মশানে কুটির নির্ম্মাণ করে যোগসাধন কেন না কর্লাম? আমি তাকে পর জন্মে পাবার জন্যে যোগসাধন কেন না কর্লাম? আমি তার মৃতদেহখানি মস্তকে নিয়ে দেশে দেশে কেন না বেড়ালাম? হায় হায়! আমি আগে কেন পাগল হলাম না? পাগল ভিন্ন অন্যেতো ভালবাসার মর্ম্ম বুঝে না, ভালবাসা যে কি বস্তু, তাতো পাগল ব্যতীত অপরে জানে না। দেবাদিদেব মহাদেব পাগল ছিলেন, তিনিই ভাল-বাসার মর্ম্ম বুঝেছিলেন। সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ভগবান ভবানীপতি, সতীর শবদেহ স্বীয় মস্তকে লইয়া ভয়ানক উন্মত্তবেশে দেশে দেশে নৃত্য করিয়া বেড়া-ইতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠপতি শঙ্করের এই প্রকার শোচনীয়

অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা শিব শির স্থিতা শঙ্করীর শব দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতিত করিলেন।

উন্মত্ত শশাঙ্ক শেখর স্বীয় মস্তকে প্রণয়িণীর দেহ দেখিতে না পাইয়াই কি ক্ষান্ত হইলেন? তা, নয়। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতিকে পুনঃ প্রাপ্তির লালসায় উগ্রতপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। আহা! এ ভালবাসা ভাবিতে গেলে প্রেমে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। কি অনুপম ভালবাসা! কি চমৎকার প্রেমিক! কি অশ্রুত পূর্ব্ব প্রণয়! এভাল বাসার উপমা নাই। সতি দেবী হিমগিরী গৃহিণী-নীর গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে শূল পাণী পুনরায় তাঁহার পাণী গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ অনল শীতল করিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর কিন্নর নর, কোন কুলেই মহাদেবের ন্যায়, ভাল বাসার মর্ম্মগ্রাহী যথার্থ প্রেমিক দ্বিতীয় দেখাযায় না। আহা! যখনঃ

"আধ মৌলে জটা পরিবেষ্টিত ফণী
কুল কুল ধ্বনী তাহে করিছে মন্দাকিনী
চাঁচর চিকুরে বেণী শোভে আধ শিরে"

এই গীতাংশটি স্মরণ পথে পতিত হয়, তখনি প্রেমে সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া পড়ে। মরি মরি! ভালবাসার উপমা আর কোথা পাব? শঙ্কর শঙ্করী বিচ্ছেদের আশ-ঙ্কায়; দুই দেহ একত্র করিয়া হর গৌরী রূপ ধারণ করিলেন, কি চমৎকার দৃশ্য, কি চমৎকার প্রণয়। মহেশ ও মহেশ্বরী

হরগৌরী রূপ ধারণ করিয়া এ জগতে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাতেই বলি পাগল্ ভিন্ন অন্যে ভাল বাসিতে জানে না ভাল যে কেমন করে বাস্‌তে হয় তা বোঝে না। হায় হায়! আমি আগে কেন পাগল্ না হল্যাম? আগে পাগল্ হলে তো সেই আদরিনীর আদর বুঝ্‌তাম্, এখন তাকে জন্মের মত হারিয়েছি, এখন সে যে কি বস্তু, তা বুঝ্‌লে কি হবে? এখন কাঁদলে কি হবে? প্রাণ প্রতিমে! তুমি কোথা? একটিবার এসে তোমার চির স্নেহের জান্‌কে খ্যাপার ভীষণ বিচ্ছেদ হুতাশনে শান্তি সলিল শেচন কর! প্রাণাধিকে! একবারেই—ভুল্লে? হায়! হায়! আমার কি কপাল মন্দ, আমি এই অসীম সংসার সমুদ্রে দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে কেবলমাত্র একটি ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করিয়া জীবনী চালাচ্ছিলাম; আমার কপালগুণে সে নক্ষত্রটিও অদৃশ্য হলো?

ওর! আমি কেঁদে মরচি কেন? সেতো মরে নাই, সে মর্‌বে কেন? বালাই, সে মর্‌বে কেন? সে, বেঁচে আছে, যার সেই প্রাণ পুতলি বেঁচে আছে; সে খুব বেঁচে আছে, সে মরবে কেন? সে মরে আমার বুকে ব্যথা দেবে কেন সে মলে আমি যে কাঁদবো, সে আমাকে কাঁদাবে কেন? সেতো আমাকে কাঁদাবেনা। আমি কাঁদলে তা তো প্রাণে সবেনা, সে নিজে কাঁদবে, কিন্তু

আমাকে কাঁদাবেনা। সে মরে নাই, আমি কাঁদবো বলে সে মরবেনা। তবে সেই প্রাণ দায়িণী গেল কোথা ? মরে-নাইতো গেল কোথা ? আমি কোথা সে কোথা ? কোন্ দেশে গেল ? আমাকে বিচ্ছেদ সাগরে ভাঁসাইয়া সে কোথা গেল ? আমার সেই চঞ্চলা হরিণী কোন্ দেশে গেল ? আমার প্রাণের হরিণী ব্যাধের জালেই বা বন্দি হলো ? আমার পোষা হরিণী প্রলোভনে পড়িয়া ব্যাধের মন্দিরে প্রবেশ করেছিল, হরিণীকে অরক্ষিতা দেখে নিশ্চয় কেউ বন্দি করে রেখেচে। ওঃ কার সাধ্য যে আমার প্রাণের হরি-ণীকে আবদ্ধ করে ? তার্ মুণ্ড পাত আগে কর্‌বো না ? আমি তো পাগল্ আমার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে ? সে যত বড় লোক হউক না কেন, তার মাথা বাঁচানো ভার হবে। কে তাকে রক্ষা কর্‌বে ? তার মুণ্ড পাত কে রক্ষা কর্‌বে ? সে মুর্খকি জানে না যে, ভারত রাজপ্রতিনিধি লার্ড মেয়ো একজন সামান্য দ্বীপ-নির্ব্বাসিত ব্যক্তির হস্তে জীবন রত্ন হারিচেন। যদি প্রাণ সমা হরিণী হারাহই, তবে আমার এ ছার জীবনে আর আবশ্যক কি ? রাজ দণ্ডেই বা ভয় কি ? ফাঁসী কাষ্টেই বা ঝুলিতে আশঙ্কা কি ? না, না, তানয়, আমার সে চঞ্চলা হরিণীকে কেউ বদ্ধ করে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

সে, যে, ভয়ানক্ চঞ্চলা, তাকে বদ্ধ করে রাখ্‌লে কখনই থাকবে না, সে বদ্ধ থাক্‌তে ভালবাসে না, তাকে বদ্ধ করে রাখ্‌লে, যে মনে পারুক সে পালিয়ে আস্‌বে। যদি না

আসে? সে যদি আমার কাছে ফিরে না আসে? তাকে ভাল খাদ্য দিয়ে, যত্ন করে, নানা প্রকার প্রলোভনে যদি ভুলিয়ে কেউ রাখে? আমার প্রাণের হরিণী অপরের আদর পেয়ে যদি আমাকে ভুলে যায়? আর না আসে? তবে কি কর্ব্বো? তবে আমি কি কর্ব্বো? তবে কি করবো কেন? খুব করবো, অনুসন্ধান করে আগে জান্‌বো হরিণী আমার আছে কোথা? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল সব্ খুজ্‌বো সাগর গর্ভে, পর্ব্বত কন্দরে, ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করে দেখ্‌বো সে কোথা আছে; যদি দেখা পাই তার্ পায়ে ধরে কাঁদবো, আমার প্রাণের হরিণীর পায়ে ধরে কাঁদবো, যদি আমার কান্না সে না শোনে? আমার দুঃখ যদি সে না বোঝে? নূতন আদর পেয়ে যদি সে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে? তবে কি করবো? তবে সে দিন কি কর্‌বো? কি আবার করবো? এ দুই নলী পিস্তলটি এত দিন যত্ন করে রেখেচি কিসের জন্যে? আমার বিপদের বন্ধু, আমার অসময়ের বন্ধু, এই পিস্তলটি রেখেচি কিসের জন্য? এক নলীতে হরিণী বধ, অপর নলীতে জান্‌কে খ্যাপার পাপ-জীবন নাশ্ কর্‌বো। পিস্তল আমার বন্ধুর কার্য্য কর্‌বে, আমার যতনের পোষা হরিণী, আমার প্রাণের হরিণী, অপরের খেলার সামগ্রী হবে তাতো জান্‌কে খ্যাপা জীবন থাক্‌তে সহ্য কর্‌বে না। ব্যোম্ কেদার্। সে তো মরে চেই তো ঠিক। সে হলো এক্‌টা গোটা মানুষ, আমি এতক্ষণ

হরিণী হরিণী করে মল্যাম কেন? কোথাকার ছাইয়ের হরিণী? আমার সেই চিত্ত বিনোদিনী কোথা? সে যদি নাই ম'লো তবে গেল কোথা? মনেও তো পড়ে না। সে মরেচে কি বেঁচে আছে মনেও তো পড়ে না। না, না, সে মরে নাই,আমিই মরেচি। অ্যাক্টরাইট,এইবার ঠিক হয়েচে। আমিই মরেচি। আমিই এই ১২৮৯ সালের ১৯ সে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দক্ষিণ দ্বারি ঘরের ভিতর আমার পরাণ পুথলিকে স্মরণ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েচি। ঠিক্ এতক্ষণে সব ঠিক হ'ল। আমি মল্যাম, আমার প্রাণসমা স্নেহময়ী ভগিনীটী আমার শোকে কাঁদতে লাগ্‌ল, আর আমার সেই স্বর্ণলতা ছিন্নলতিকার ন্যায় ভূতলে লোটাইয়া পড়িল। আমাকে গঙ্গা যাত্রা কর্‌বার সময় আমার সঙ্গে কিন্তু কেউ এলো না। যারা আমাকে জীবদ্দশায় পুড়িয়ে মেরেচে এখন তারাও পোড়াতে এলো না। কেবল একজন লোক আমাকে গাড়ীতে করে এনে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে গেল। ঠিক্ ঠিক্ সব মনে পড়্‌চে আমিই মরেচি, আর কেউ মরে নাই। না, না, বুঝ্‌তেওতো আবার পার্‌চিনে; আমি মলাম কি আর কেউ মলো মনেও তো পড়ে না। আমি মরা, না জীয়ন্ত? কে আছ বাছা বল একবার, আমি মরা না জীয়ন্ত? কেউতো বলেও দেয় না, পাগলের কথা বলে কেউতো শোনেও না, কি দায়ে পল্যাম! আমি মরা কি জীয়ন্ত বুঝ্‌তেওতো পার্‌চি না। এইত আমি হাত, পা নাড়্‌চি, মনের সঙ্গে, না না প্রকার সজীব নির্জ্জীব

পদার্থের সঙ্গে কথা কচ্ছি,তবে আমি মরা কিসে ? আমি মরি নাই ; জীয়ন্ত আছি। বেস্ কথা, ভালই বটে আমি জীয়ন্ত আছি ; আচ্ছা জীয়ন্ত. আছি যদি তবে আমার জীবন কৈ ? আমার জীবনকে দেখ্‌তে পাই না কেন ? জীবন আমার গেল কোথা ? আমিতো আমার শরীরের ভিতর খুজে দেখ্‌লাম কিন্তু জীবন আছে কৈ ? তবে কি আমার জীবন্মৃত ? আমি বেঁচে আছি কিন্তু জীবন্মৃত। হায় হায়! দগ্ধজীবন! তুমি জীবনে একদিনও সুখ পাও নাই, মনে বড় দুঃখ থাক্‌ল তোমাকে একদিনের জন্যেও সুখী কর্‌তে পারি নাই। আমি তোমাকে সুখে রাখবার জন্যে প্রাণপণে যত্ন করেচি. কিন্তু আমার কপালগুণে সুখ পাওয়া দূরে থাকুক নিরন্তর দুঃসহ যাতনাতেই দগ্ধ হয়েচ। পুড়ে ছার খার হয়েচ, কেউ তোমাকে শীতল করে নাই। হায় হায় মরি মরি! চিরকাল্‌টা জ্বলে পুড়েই গেলে ; যাও, জীবন তুমি যাও. যেন এমন পাপ আধারে তোমাকে আর না আসতে হয় ; বিধাতা পুনরায় যেন তোমাকে আর এমন স্থানে না পাঠান।

হায় হায়! কি কুক্ষণেই সে কুহকিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে ছিল। কেন তাকে দেখেছিলাম ? কেন তাকে ভাল-বেসেছিলাম ? কেন সে আমায় ভালবেসে ছিল ? প্রাণ যে যায়। হা জগদীশ্বর ! করুণাময়! এই কি তোমার করুণা ? সেই নিরুপমা শশীমুখীকে কেন আমায় দেখাইলে ? যদি দেখালে তবে কেন ভালবাসালে ? যদি ভালবাসালে তবে

কেন তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটালে? সে কোথা. আমি কোথা? প্রভু! আমি যে তার সঙ্গ ছাড়া হয়ে স্বর্গে গেলেও সুখ পাব না। সেই চারুহাঁসিনীর সহবাসে যদি অনন্তকাল নরকে থাক্‌তে হয় সেও আমার স্বীকার্য্য। তার সহিত নরক বাস, আমার পক্ষে স্বর্গবাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তার বিহনে স্বর্গও আমার পক্ষে নরক তুল্য যন্ত্রণাকর। দীননাথ! অনাথবন্ধু! কোথা গেলে তারে পাব? আমার সেই হৃদয় রত্নটি কোন্ দেশে গেলে পাব? আহা! আমার সেই স্বর্ণ-লতিকা আর কি আমার হৃদিমঞ্চে উঠে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করবে? দূর কর, আর কাঁদ্তে পারিনে, আর ভাব্‌তে পারিনে, আর বোক্‌তে পারিনে। কেন মিছে কেঁদে মরি, কেন মিছে ভেবে মরি, কেন মিছে বোকে মরি. কে কার? কার্ কে? সকলি মিথ্যে। কেউ কারু নয়, আমিও কারু নই, আমারও কেউ নয়। সেই দিনকার সেই জটাজুটধারী সংসার আশ্রম ত্যাগী মহাপুরুষের কথাগুলো আজ বসে বসে স্মরণ করি না কেন? সেই উপদেশ সেই জ্ঞান পরিপূর্ণ উপদেশের কথাগুলো ভাবি না কেন? আহা! সন্ন্যাসী ঠাকুর গেলেন কোথা? আমাকে ঘৃণা করে কোথা চলে গেলেন? আমি তেমন সৎসঙ্গ পেয়ে কেন সে সঙ্গ ছাড়্‌লেম,

ইতি মধ্যে একজন পরম হংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে শ্রদ্ধা পরতন্ত্র হয়ে তাঁকে আমার বাশায় এনেছিলাম। পুণ্যাত্মার সংসর্গে

সৎ উপদেশে যদি আমার মনের শান্তি লাভ হয়, সেই আশয়ে এসেছিলাম। পরমহংস মহাত্মাকে পরমযত্নে সেবাদি করাইয়া কয়েক দিন রেখেছিলাম। এক দিন কথা প্রসঙ্গে উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মহাত্মন! আমি সংসারীক পঙ্কিলময় প্রণয়ের বাধ্য হয়ে, মনের শান্তি নষ্ট করেচি. এখন আমি শান্তি পাই কিসে? মহাত্মন! আমি এখন শান্তির ভিখারী, কি উপায়ে আমার শান্তি লাভ হবে বলুন। আমার মনের ময়লা দূর করবার যদি কোন উপায় থাকে বলিয়া দিউন। পরমহংস মহাত্মা বল্লেন;

"সদ্‌গুরু পাঁওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ্।
যেছা কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব্ আগ করে প্রবেশ।"

বৎস! সৎউপদেশক ও সৎউপদেশ, এই দুইটির সামঞ্জস্য ভিন্ন মনের মালিন্য দূর হয় না। তুমি সৎগুরু লাভের চেষ্টা কর অবশ্যই তৎকর্ত্তৃক মনের মালিন্য দূর হইবে। তোমার মনের ভিতর এখন যে সমস্ত দুশ্চিন্তা পরিপূর্ণ আছে, পারমার্থিক চিন্তার আবির্ভাব হইলেই ঐ সমস্ত অনর্থকারী চিন্তা দূরে পলায়ন করিবে; এবং তুমিও বিমল আনন্দ লাভ করিয়া শান্তি সাগরে ভাঁসিতে থাকিবা।

বৎস! দেখ পাত্র কখনও শূন্য থাকে না। একটি পাত্রে যদি কোন পদার্থেও না রাখ, তথাপি ঐ পাত্র বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। আবার ঐ পাত্রে যদি অন্য কোন দ্রব্য রাখিতে যাও, তবে দেখিবে, ঐ পাত্র মধ্যস্থ বায়ু নির্গত হইয়া

যাইবে এবং তখন বায়ু কর্ত্তৃক অধিকৃত স্থানে অন্য দ্রব্যাদি অধিকার পাইবে। মনও সেইরূপ, মন কখনও খালি থাকে না। একটা,না একটা বিষয় লইয়া, চিন্তা লইয়া পূর্ণ থাকে। তোমার মন এক্ষণে সাংসারীক বিনশ্বর সুখের আশায়, বিবিধ প্রকার দুশ্চিন্তায় পরিপুর্ণ আছে, ঐশ্বরীক চিন্তার আবির্ভাব হইলেই দুশ্চিন্তা সকল ত্বরায় অপসারিত হইবে। এবং তোমার মন-পাত্র-পারমার্থিক চিন্তায় পূর্ণ হইবে। পাত্র। কখনও শূন্য থাকিবে না। বৎস! যেমন অপরিস্কৃত অস্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ অপবিত্র মলিনতা পূর্ণ মানস-দর্পণে সেই পরমাত্মার আবির্ভাব জনিত প্রতিবিম্ব কখনই প্রতিফলিত হয় না। মন্ পরিস্কার করণের প্রধান উপায় রিপু বশীভুত করণ। রিপু বর্গকে দমন ভিন্ন মন কখনই বশীভুত ও নির্ম্মল হয় না। রিপুগণও বিলক্ষণ দুর্দ্দান্ত। তাহাদিগকে সহজে আয়ত্ত করা সহজ নয়। যেমন বাজীকরেরা ভল্লুকাদি হিংস্রক বন্যজন্তুকে ক্রমশঃ বশীভুত করিয়া শেষে আপন আপন অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়, সেইরূপ রিপুগণকেও ক্রমশঃ বশীভুত করা উচিত। একবারেই রিপু—বিজয়ী হইব মনে করিলে কখনই সফল মনোরথ হইবে না। রিপু কুলই যত অনর্থ পাতের মূল কারণ। রিপুগণকে দমন করিতে পারিলেই মন পবিত্র ও নির্ম্মল হইবে। মনের মালিন্য দুর হইলেই ঈশ্বরে প্রেম জন্মিবে, ও পারমার্থিক চিন্তায় মন পূর্ণ হইবে। এবং তখন, দুশ্চিন্তা কলাপ পরিশূন্য

হইয়া অতুল আনন্দের অধিকারী হইবে। পরমহংশ মহা-পুরুষের ঐসকল হিতোপদেশ পরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মন অনেক অংশে সাব্যস্ত হইল। প্রতি দিবসই সর্ব্বদা কালের জন্য কেবল নানা প্রকার সদালাপ লইয়াই নিযুক্ত থাকিতাম। মনকে ক্ষণকালের জন্যেও অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে দিতাম না। এক দিবস নিশাবসানে পরম-হংস মহাত্মার গীতধ্বনিতে আমার হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলো। আমি শুনিলাম।

"প্রভাত হলো রজনী জাগরে বিহঙ্গ মন
গাওরে বিভুর গান্ শুনে জুরাক্‌রে শ্রবণ"

প্রভাতিক বিভাষ রাগিনীতে ঐ গীতটি গান করচেন্। গীতটি যেমন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো, অমনি মন্‌টা যেন আমার মড়্ মড়্ শব্দ করে ভেঙ্গে গেল, বুকের হাড় জ্বলে উঠলো। স্মৃতি পাপীয়সী আবার বিলক্ষণ বাদ সাধলো। অতিত ঘটনা সব্ মনে পড়ে গেল। একদা এই গীতটি আমি আমার সেই উন্মাদিনীর সঙ্গে লিখে নিয়ে ছিলাম, সে এই গীতটি জান্তো, আমি জান্তেম না। এ জন্যে তার সহিত লিখে নিয়ে ছিলাম। উঃ কি ভয়ানক কাণ্ড। সব এক এক কোরে মনে পড়ে গেল। আমি উত্তর মুখে বসিয়া গান লিখেছিলাম, সে দক্ষিণ মুখে বসে বলে দিয়ে ছিল. কেমন আস্তে আস্তে সুমধুর স্বরে, কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমায় বলে দিয়ে ছিল। সে একটু একটু করে বলে—আমি

একটু একটু করে লিখে যাই, আবার মধ্যে মধ্যে বলে না, বলে-বলে-আবার বলে না। বলে, "আমি আর গান জানিনে" আমি গান বলে দেবার জন্যে অনুরোধ করি, তবু সে বলে না। আমি তার মুখ খানির পানে তাকিয়ে থাকি, সে মৃদু মৃদু হাঁসে, গান বলে না। আবার বলিতে থাকে, আমি আবার লিখিতে থাকি। কতকটা লেখা হতে না হতে, আমার গীত লিখিত কাগজ খানি আমার হাতে হতে কেড়ে নিয়ে, ছুড়ে ফেলাইয়া দেয়—পাগলিনী ছুড়ে ফেলাইয়া দেয়। আমি তার হাতে ধরে, সেই সুকোমল কর পল্লবে ধরে, বিনয় করি, তবু শোনে না—ছুড়ে ফেলাইয়া দেয়। আমি আবার কুড়িয়ে আনি—সে হাঁসে, হেঁসে আকুল হয়। সব মনে পড়ে গেল, পরম হংস গান্‌টি গেয়ে সব মনে পারিয়ে দিলেন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন।

আমি অস্থির হয়ে শয্যাত্যাগ করে উঠলাম। গলায় কাপড় দিয়ে পরমহংস মহাত্মার পদতলে গিয়ে পড়ে বল্লেম "মহাত্মন! স্মৃতি আর মন, এ দুটি থাক্‌তে আমি আর সাব্যস্ত হতে পারবনা যোগীবর! আমার আর নিস্তার নাই। আমাকে কেহই সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। আমার এই উন্মত্ততা ব্যাধি নিবারণের উপযুক্ত চিকিৎসক, বা উপযুক্ত ঔষধ দেখাযায় না। সেই উন্মাদিনী, সেই চির পাগলিনী, আমাকেও পাগল করবে। পরমহংস মহাত্মা গম্ভীর স্বরে আমায় বল্লেন, "বৎস! অবলা কুলই এই জগত নষ্ট

করিবার প্রধান কারণ। তাহারা পুরুষ বর্গকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া পরম পদার্থ জ্ঞান ধন বিনষ্ট করে। তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। বৎস! কেন তুমি চঞ্চল হও? মনকে স্থির করিয়া সেই পরম পিতা করুণা নিধান পরম পুরুষের চিন্তায় মনকে নিযুক্ত কর, ভগবান অবশ্যই তোমার মনে শান্তি প্রদান করিবেন।"

আমি বল্লেম যোগীবর! চিত্তকে সাব্যস্ত করতে কি আমার অসাধ? কিন্তু আমি পারুচি কৈ? মনকে সাব্যস্ত করবের জন্যে অনেক চেষ্টা করেচি, না গিয়েচি কোথা? না করেচি কি? কিন্তু মন কিছুতেই সাব্যস্ত হয় নাই, স্মৃতি আর মন্ এই দুই থাক্‌তে কিছুতেই সেই ভুবন মোহিনীকে ভুলিতে পারিবনা। যোগেশ্বর! আপনি নিরস্ত হউন, হিতোপদেশ আর আমার মনে স্থান পাইবে না, আমার আর নিস্তার নাই।

পরমহংস ঠাকুর আমার ঐ কথা শুনে, এবং ভাব গতিক দেখে চলে গেলেন, আমাকে ঘৃণা কোরে চলে গেলেন্ আমি আর দেখা পেল্যাম না। সেই দিন হতে আরও খেপ্‌ল্যাম, মহাপুরুষের উপদেশ গ্রহণ না করার পাপে আরও খেপল্যাম।

হায় হায়! আমি যাব কোথা? মন্ যে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল! জীবন প্রতিমে তুমি কোথা? একটি বার দেখা দিয়ে জীবন দান কর। কত কথা বলেছিলে, কত

আশা দিয়ে ছিলে, সে সমস্তই কি ভুলে? এই হত ভাগ্যের জন্যে তুমিতো সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলে, তাকি মনে নাই? আমার কপালগুণে সকলি বিস্মৃত হইলে? আমাকে ত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে তুমি স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ কর্‌তে লাগলে, আর আমি এই নরকে পড়ে পচ্‌তে থাকলাম? এই কি তোমার ভাল বাসা? না, না, তোমার মন্‌তো তেমন নয়, তবে এমন হয় কেন? হায় হায়! করি কি? যাই কোথা? মরি—যে ভালবাসার কপালে আগুণ, ভাল বাসায় সুখ যত, দুঃখ তার তিন তত, ধিক্‌ ভাল বাসায়, এত নাজে হাল, এত মর্ম্মান্তিক যাতনা জানুতে যদি আগে কেউ পারে, তবে কি সে ভাল বাসে? পরিণামে এতদূর বিষময় ফল ভালবাসা বৃক্ষে ফলিবে জানিতে পারিলে কে এমনবৃক্ষ রোপণ করে? বাপরে বাপ! খেপিয়ে দিলে, তা বেস্‌ হয়েচে, খেপেচি বেস্‌ হয়েচে, খাসা মনের মত কায হয়েচে। সেও উন্মাদিনী, আমিও উন্মাদ হয়েচি, বেস্‌ হয়েচে—এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে, খুজে দেখ্‌বো সে উন্মাদিনী কোথা? সে আছে কোথা? যদি দেখা পাই, কি মজাই হবে! উন্মাদের সঙ্গে উন্মাদিনীর মিলন, কি মজাই হবে! উন্মাদে উন্মাদিনীতে যোগ হয়ে আমরা পাগোলের হাট বসাবো, কেমন করে যে ভাল বাস্‌তে হয় সংসারের লোককে শিখিয়ে যাবো? আর যদি উন্মাদিনীর

পাই তবে কি হবে ? মনু তবে কি হবে ? লোক
হবে আমার কি ? সেই পিত্তল্ল সেই পিত্তল।

দিনমে মোহিনী, রাতমে বাঘিনী ঘন ঘন লহু চুষে।
বাউড়া লোকসব এছা বাঘিনী খানা পিনাছে পুষে।

সম্পূর্ণ।

[illegible]

[illegible]	পংক্তি	অশুদ্ধ	
[illegible]	১	অঙ্গে	সঙ্গে
৮	৯	করত	করতে
১১	৬	বিদ্যুদনল	বিদ্যুতানল
১৪	৩	চব্য	চর্ব্ব্য
"	৪	চোষ্য	চূষ্য
১৭	২	ভাবিত	ভক্ষিত
১৯	৬	গাগল্	পাগল্
"	১০	বুঝ্‌তে	বুঝতে
২২	৮	মেডি সিনর	মেডি সিনের
২৩	১	দণলিকারসত্ত্ব	দখলি সত্ত্ব
২৪	১৩	চক্রে	চক্ষে
৩৪	২০	ঘমিয়ে	ঘুমিয়ে
৩৫	৬	আশু আশু	০
৩৭	৯	প্রত্যাক্ষ	প্রত্যেক
	১৪	অঙ্গিত	সঙ্গীত

বিজ্ঞাপন।

আমার প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক দুইখানি খাগড়া বিলিডিং পোষ্ট আপিসে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট ও শান্তিপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ সাহা ও শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ সরকারের নিকট এবং শ্রীযুক্ত ব্রজদাস বৈষ্ণবের দোকানে পাওয়া যায়।

পুস্তক।	মূল্য।
আমাকে খ্যাপা।	॥০
বিবেকোদয়।	৶০

শ্রীরামনাথ রায় মিশ্র,
মোঃ শান্তিপুর